গান
কালের মরণব্যাধি
ড. মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান আরিফী
রুপান্তর: আলী হুসাইন

গান : কালের মরণব্যাধি

Music Cancer of the Nation

মূল

মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আল-আরিফী

ভাষান্তর : আলী হুসাইন

ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-১০)
গ্রাউন্ড ফ্লোর, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা

এক. গান এটি সংস্কৃত শব্দ। আরবি শব্দ মূল হলো غناء, যার শাব্দিক অর্থ গান, সুর-তাল, সঙ্গীত, গীতি। সশব্দে কোনো কিছু ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করলেই আহলে আরব সেটাকে গান বলে। ইসলামি ফিকহের পরিভাষায় গান বলা হয়, কোনো কবিতা বা ছন্দময় বাক্যাবলি সুন্দর ও শ্রুতিমধুর কণ্ঠে উপস্থাপন করা। ফুকাহায়ে কেরাম এই গানকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করেছেন।

ক. হারাম গান

১. যে সকল গানে ইহলৌকিক-পারলৌকিক কোনো প্রকার উপকারিতা নেই, বরং কেবলই অনর্থক চিত্তবিনোদন ও মনোরঞ্জনের উদ্দেশেই পরিবেশন করা হয় তা সর্বাবস্থায় হারাম। চাই সেগুলো বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে হোক অথবা বাদ্যযন্ত্র ছাড়া হোক।

২. এমন গানবাজনা; যেগুলো তৈরি করা হয়েছে মূলত অবান্তর উদ্দেশে, যা অনর্থক আনন্দ-উল্লাস-ফুর্তি সৃষ্টি করে।

৩. যে সকল গান এমন নেশা-উদাসীনতা সৃষ্টি করে, যার ফলে শরিয়তের কোনো ওয়াজিব আমল ছুটে যায় অথবা কোনো নাজায়েয ও হারাম কাজে জড়িয়ে পড়ে।

৪. গানবাদ্যকে জীবিকা নির্বাহের উপকরণ বানানো।

উপর্যুক্ত চারপ্রকার গানবাদ্য সম্পূর্ণ হারাম। কুরআন হাদিস দ্বারা এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। সাহাবায়ে কেরাম এবং সর্বযুগের সকল উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

খ. মুবাহ্ বা বৈধ গান

কোনো বাদ্যযন্ত্রের সহযোগীতা ছাড়া এবং ভিন্নধারার কোনো গায়ক বা সঙ্গীতশিল্পির অনুসরণ-অনুকরণ ব্যতিরেকে আল্লাহ প্রদত্ব সুমিষ্ট কণ্ঠে বৈধ কোনো গান বা কবিতা উপস্থাপন করা।

এধরণের গান নিম্নোক্ত শর্তাবলির সাথে জায়েয আছে।

১. অনর্থক চিত্তবিনোদন ও মনোরঞ্জনের জন্য না হওয়া, বরং কোনো সদোদ্দেশ্য সামনে রেখে গান পরিবেশন করা।

২. গানের বাক্যাবলীতে অশালীন ও নাজায়েয কোনো বক্তব্য না থাকা।

৩. গানকে এমন নেশা বা পেশা না বানানো, যাতে জীবনের আসল উদ্দেশ্যই ভুলে যায়।

৪. কোনো নারী, যুবতী, কিশোরী এবং শ্মশ্রুবিহীন বালকের গান পরিবেশন না করা।

৫. উপর্যুক্ত শর্তাবলি না পাওয়া গেলে কোনো বৈধ গানও গাওয়া এবং শ্রবণ করা জায়েয নেই।

গ. মাকরুহ গান

উল্লেখিত হারাম ও মুবাহ গানবাদ্য ছাড়া আরও একধরণের গানবাদ্য রয়েছে। যথা তালি বাজানো, ঝুনঝুনি বা ঝুমুরযুক্ত দফ বাজানো। বাঁশ-কাঠ, টিন-তক্তা ইত্যাদির উপর হাতের তালু বা হাতের আঙ্গুল দিয়ে নিয়মতান্ত্রিক আঘাত করা বা সঞ্চালন করার দ্বারা একধরণের তাল-তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। এ ধরণের গান বৈধ-অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মাঝে মত-পার্থক্য রয়েছে। তবে গ্রহনযোগ্য অভিমত হলো এ ধরনের গানবাদ্য মাকরুহ।

দুই . আধুনিক বিশ্বে গান একটি মহামারীর আকার ধারণ করেছে। অভিশপ্ত শয়তান আল্লাহর নিকট চ্যালেঞ্জ করেছিল সে প্রতিটি মানবসন্তানকে যে কোনো মূল্যে জাহান্নামে নিয়ে ছাড়বে। এই চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়নে তার অন্যতম হাতিয়ার হলো গান। এই গান নামক অপসংস্কৃতির ফাঁদে সে অতি সহজেই একজন মুমিনকে জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে। গান কালের মরণব্যধি, ব্যভিচারের সহায়ক, অশ্লীলতার মাধ্যম, বিশৃঙ্খলার মূল। গান বর্তমান প্রজন্মকে সমূলে বিনষ্ট করে দিচ্ছে। সামাজিক শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাবলয় নড়বড়ে করে দিচ্ছে। চারিত্রিক অধঃপতন, নীতি-নৈতিকতার অবক্ষয়, ধর্মীয় মূল্যবোধের বিলুপ্তি সবই হচ্ছে এই গানকে কেন্দ্র করে। সম্প্রতি বহু রকমের গান আবিস্কৃত হয়েছে। শয়তানের অনুসারীও বৃদ্ধি পেয়েছে ব্যাপক হারে। পরিবেশ এমন হয়েছে যে, গাড়ী, উড়োজাহাজ, স্টীমার, রেল ইত্যাদি যানবাহনে গান নামক অপসংস্কৃতি মারাত্মকভাবে অবিমিশ্রিত। জলেস্থলে

সর্বত্র শুধু গান আর গান। বর্তমান শিশুদের খেলনার উপকরণে রূপ নিয়েছে এই গান। তা ছাড়া বিভিন্ন ওয়েটিং রুম, ট্রেন কিংবা বাস স্টেশনে গান সেটিং করে রাখা হয়েছে। ফলে মানুষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও শুনতে বাধ্য হয়, বাধ্য হচ্ছে; আর নিজেদের অজান্তেই গুনাহের খাতা কলুষিত করছে। অপরদিকে শয়তানের সহযোগী দলের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে।

তাই গান থেকে বেঁচে থাকা প্রতিটি মুমিনের জন্য অপরিহার্য। অন্যথা ঈমানের হেফাজত অসম্ভব। আমাদের সালাফগণ গানের আওয়াজ শুনে কানে আঙ্গুল ঠুকে দিতেন, যেন শয়তান কোনো ধরণের প্ররোচনা দিতে না পারে। আল্লাহ প্রতিটি মুসলামনকে হেফাজত করুন। তিনিই একমাত্র হেফাজতকারী।

তিন. বিশ্ববরেণ্য আলেম, দার্শনিক, শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-আরিফী। তাঁর রচিত একটি আরবি রিসালা '*আলহান ওয়া আশজান*'। রিসালাটির পৃষ্ঠাগুলো উল্টিয়ে যারপর নাই অভিভূত হয়েছি। এই উম্মাহর জন্যে তাতে রুহের পর্যাপ্ত খোরাক রয়েছে। এ পুস্তিকার বিষয়বস্তুই আমাকে অনুবাদের প্রেরণা জুগিয়েছে। আমি নিজেও তা থেকে রসদ সংগ্রহ করেছি। তাই কালক্ষেপণ না করে তার বাংলা অনুবাদ করলাম। যাতে বাংলার প্রতিটি মুমিন তা থেকে উপকৃত হয় এবং এই মরণব্যধির ভাইরাস থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে।

আলী হুসাইন

মুহাদ্দিস, মারকাযু ফিকহিল ইসলামি উত্তরা ঢাকা

লেখকের আকুতি

আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, যিনি তাঁর বান্দাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দিয়ে অনুগ্রহ করেছেন, সম্মানিত করেছেন। তার মর্যাদার স্তর উন্নীত করেছেন সমগ্র সৃষ্টির উর্ধ্বে। তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্য হতে নির্বাচিত করেছেন, সৎ ও মুত্তাকি লোকদের। যাদের তিনি ইবাদত-বন্দেগির সুযোগ করে দিয়েছেন, আর দূরে সরিয়ে রেখেছেন মন্দাচার ও পাপ-পঙ্কিলতা থেকে। তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন কাঙ্ক্ষিত ঠিকানা, চিরস্থায়ী জান্নাত।

ওই মহান সত্তার প্রশংসা করছি, যিনি ভাষা এবং রসনা সৃষ্টি করেছেন। রহমানের স্মরণ এবং ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন। গীবত, পরশ্রীকাতরতা ও অশালীন বাক্যালাপ নিষেধ করেছেন। মহিমান্বিত প্রভু সংরক্ষণ করেন, পর্যবেক্ষণ করেন, সন্তুষ্ট হন, ক্রোধান্বিত হন। তিনিই স্থাপন করবেন কেয়ামত দিবসে মিযানের পাল্লা। যেদিন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাকশক্তি পেয়ে কথা বলবে, আর সমস্ত কুকর্ম প্রকাশ হয়ে যাবে। তখন তাদের আমল গণনা করা হবে, সকল আবরণ ছিন্ন হয়ে যাবে, গোপন তথ্য ফাস হয়ে যাবে। হাত-পা মানুষের বিরুদ্ধে কথা বলতে থাকবে।

সুতরাং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, এটা চিরন্তন সত্য। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর প্রিয় বান্দা, নির্বাচিত রাসুল, নির্বাচিত নবী, যিনি নিজ থেকে কোনো কথা বলেননি। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর, তাঁর সাহাবায়ে কেরামের ওপর এবং কেয়ামত অবধি যারা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে তাদের ওপর।

এই পুস্তিকাটি আমি মুমিন ভাই-বোনদের উদ্দেশে রচনা করেছি। আমি তাদের কল্যাণ কামনা এবং সুপথ প্রদর্শনে ভালোবাসি, আর অকল্যাণ-অনিষ্ট ঘৃণা করি। তাই বলব, অলস-অবোধ ও চেতনালুপ্তদের জন্য এটি একটি জাগানিয়া আওয়াজ।

এটি এক হৃদয়ের বেদনাপ্রবাহ, যা দ্বারা আমি সে সকল কর্ণকুহরে চিৎকার দেবো যেগুলোকে আল্লাহ সুস্থ-নিরাপদ রেখেছেন।

ওই সকল বিবেককে চিৎকার দিয়ে বলি, আল্লাহ যেগুলোর বোধশক্তির পূর্ণাঙ্গতা দান করেছেন। এমন দেহকে লক্ষ্য করে বলি আল্লাহ যেগুলোর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন। আমি বলব, এটি এক ভীতি প্রদর্শনকারীর চিৎকার। যা দিয়ে আমি দিগন্তে আওয়াজ দিচ্ছি। হয়ত কোনো পাপি তওবা করবে, অথবা কোনো ফিতনায় নিপতিত ব্যক্তি বা কোনো অপরাধি অনুশোচনা করে ফিরে আসবে। এটি এমন সুরলহরী, যা দুঃখ বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমন হাসি-তামাশা যা পরিশেষে আফসোস এবং পরিতাপের কারণ হয়। এমন আড্ডা যা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

এটা এমন শিক্ষণীয় বিষয় যা আমি সেসব সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে দেবো, যাদের হৃদয়-আত্মা গানবাদ্যের সাথে মিশে একাকার। আমি এই পুস্তিকা তাদের উদ্দেশেই লিখেছি। কারণ, আমি জানি তারা মুমিন, একত্ববাদে বিশ্বাসী। তাদের অন্তর জান্নাতের আশায় ব্যাকুল।

সাত আসমান এবং এই পৃথিবীর প্রতিপালকের মহিমা ও বড়ত্ব প্রকাশ করে। তারা আমাদের সঙ্গী-সহচর। বরং ভাই-বেরাদার। আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে একসঙ্গে জান্নাতে উপস্থিত ও সমবেত করেন। শয়তান যদি তাদের ওপর কোনোক্রমে একবার বিজয় লাভ করে, তারা শয়তানের ওপর হাজারবার বিজয় লাভ করার যোগ্যতা রাখে। কিন্তু আমি কী বলব? কী লিখব এবং কোন বিষয় দিয়ে লেখা বা বলা শুরু করব? হ্যাঁ, গান। গান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তো গান নিয়ে লেখা যাক। গান সম্পর্কে বলা যাক।

-মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আল-আরিফী

গান : শয়তানের বাঁশি

গান তো অবাধ্যের আওয়াজ, কুরআনের শত্রু। শয়তানের বাঁশি। যা দ্বারা সে সুর তোলে আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা সেই সুরের সাথে তাল মিলায়, অনুসরণ করে। গান তো শয়তানের মন্ত্রপঠন, রহমান পর্যন্ত পৌঁছার অন্তরায়। গান করার সময় তাদের কণ্ঠস্বর আঁকাবাঁকা হয়, উদ্ভট উঠানামা করে। দেহের অঙ্গভঙ্গি অশালীন হয়। মাতালের মতো হেলতে থাকে। রমণীদের মতো নাচতে থাকে। কবি বলেন–

يتمايلون تمايل السكران ** ويتكسرون تكسر النسوان

وكم من قلوب هناك تمزق ** وأموالٍ في غير طاعة الله تنفق

قضوا حياتهم لذة وطرباً ** واتخذوا دينهم لعباً ولهواً

ওরা মাতালের ন্যায় হেলেদুলে রমণীর ন্যায় নৃত্য করে। যেখানে হাজারও হৃদয় ব্যথায় চূর্ণ হয়, পাপাচারে ব্যয় হয় হাজারও অর্থ। ভোগবিলাস আর নাচ-গানে কেটে যায় ওদের জীবন। ওরা দীনকে বানিয়েছে খেলতামাশার বস্তু।

গান একটি ব্যধি

গান সম্পর্কে আর কী বলব! গানবাদ্যে আসক্ত ব্যক্তি মসজিদ থেকে দূরে অবস্থান করে এবং সালাত আদায়কারীদের থেকে দূরে পলায়ন করে। ইবাদতের উপযুক্ত একমাত্র রাব্বে কারিমের স্মরণ থেকে উদাসীন হয়ে যায়। ইহুদি নাসারাদের জীবনাচরণের সাথে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। কুমন্ত্রণা আর

জটিল রোগে আক্রান্ত হয়। সংকীর্ণতা, হতাশা আর হীনমন্যতা তাকে আচ্ছন্ন করে। কবি বলেন-

وابتلي بالقلق والوساوس ** وأحاط به الضيق والهواجس

فسل ذا خبرة ينبيك عنه ** لتعلم كم خبايا في الزوايا

وحاذر إن شغفت به سهاماً ** مريشة بأهداب المنايا

إذا ما خالطت قلبا كئيباً ** تمزق بين أطباق الرزايا

ويصبح بعد أن قد كان حراً ** عفيف الفرج عبداً للصبايا

সে নিপতিত হয় উৎকণ্ঠা আর হীনমন্যতায়। তাকে ঘিরে ধরে সংকীর্ণতা আর দুশ্চিন্তা। তুমি দূরদর্শীকে জিজ্ঞেস কর, তুমিও জানতে পারবে পরতে পরতে গান কতো রহস্য ধারণ করে। সাবধান হও, তোমার রঙিন স্বপ্নের প্রান্তে সুসজ্জিত তীর তোমার দিকেই তাক করা। তোমার বিষণ্ন হৃদয় যখন বিপর্যস্ত, যন্ত্রণার আবরণগুলো ছিন্ন করে ফেল। নতুবা স্বাধীন হয়েও তোমাকে তরুণীর দাস হতে হবে।

গান বুঝি, দীন বুঝি না

গান সম্পর্কে আর কী বলব? কতিপয় বিবেকবানদের উপর ঔদ্ধত্য চড়ে বসেছে। তাদের বিভ্রান্তি আর কুসংস্কার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাদের যদি আপনি রাসুলের জীবনচরিত সম্পর্কে বা তাঁর কোনো সুন্নাত সম্পর্কে যেমন, তাঁর নিদ্রাগমন পদ্ধতি কী ছিল? ঘুম থেকে কীভাবে জাগ্রত হতেন? কীভাবে খাবার গ্রহণ করতেন? তাঁর জীবনপদ্ধতি কেমন ছিল? তাঁর স্বভাবপ্রকৃতি, রুচি কেমন ছিল? জানতে চান, তাহলে এসব প্রশ্নের উত্তরে সে বলবে আমি জানি না। আর জানবেই বা কীভাবে? কোত্থেকে? সে তো দিনরাত গানবাদ্য নিয়ে ব্যস্ত। সে সুপার স্টার, বিশ্বসেরা গায়িকা সম্পর্কে ভালো ধারনা রাখে। গায়িকা কীভাবে খায়, কীভাবে হাটে, তার প্রিয় বস্তু কী? কোন কালারের জামা পড়তে পছন্দ করে, কোন স্টাইলের জুতো পরিধান করে, কয়টি মিউজিক কনসার্টে শো করেছে। তার অডিও ভিডিও ক্যাসেটের সংখ্যা

কয়টি, তার কণ্ঠস্বর কেমন? তার রুচি, অভিরুচি কী? অনুরূপভাবে সেরা গায়ক সম্পর্কেও তার ধারনা আর সাধারণ জ্ঞানের কমতি নেই। গায়ক কোন গাড়িতে চলাফেরা করে, বাজারে তার কয়টি গানের অ্যালবাম এসেছে, কোন গানের সুর কেমন। ইত্যাদি ইত্যাদি। যেন তারা গান সম্পর্কে শ্রেষ্ট পণ্ডিত, পারদর্শী। মহান আল্লাহ তো গানবাদ্য আর ফ্যাসাদ সৃষ্টির লক্ষ্যে মানুষকে সৃষ্টি করেননি। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করছেন একমাত্র তারই গোলামি করতে। দীনের পৃষ্ঠপোষকতা আর দীন পালনের লক্ষ্যে। তাঁর ইবাদত-বন্দেগির লক্ষ্যে। কবি বলেন,

وما خلق الله العباد ** لأجل غناء وفساد..

وإنما خلقهم ليعبدوه ** ويحموا الدين وينصروه.

> আল্লাহ তাআলা বান্দাগণকে গানবাদ্য আর ফাসাদ ছড়াতে সৃষ্টি করেননি। তাদেরকে কেবলই তার ইবাদত, দীনের রক্ষণাবেক্ষণ ও সহযোগীতার জন্য সৃষ্টি করেছেন।

যে ব্যক্তি খাঁটি মুমিনের মতো জীবনযাপন করে, দীনের পতাকা সমুন্নত রাখে, সে গানবাদ্যের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। কোনো নর্তকীর নৃত্যের প্রতিও তার কোনো আগ্রহ নেই। কোনো বাদ্যও তাকে বিমোহিত করে না। সে তার অস্তিত্বের নিগূঢ় রহস্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে। আল্লাহর জন্যই সে মৃত্যুবরণ করে আর আল্লাহর জন্যই বেঁচে থাকে। সেই জাতির প্রতি লক্ষ্য কর, যারা দীনের জন্য বেঁচে থাকে, আর দীনের জন্য মৃত্যুবরণ করে। যারা ইসলামের জন্যে জীবনোৎসর্গ করে এবং নিজেদের তাজা রক্ত ঢেলে দেয়। কবির ভাষায়–

أقوام صالحون فطنا ** طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا.

> চালাক-চতুর ও সভ্য সম্প্রদায় তারাই, যারা দুনিয়ার মোহ ছেড়ে ফিতনা এড়িয়ে যায়।

আল্লাহর জন্য তারা জীবন উৎসর্গ করেছে, সম্পদ ব্যয় করেছে। তাঁর সামনে নিজেদের ললাট অবনমিত করেছে। আর তাঁর জন্যই পরিত্যাগ করেছে নিজেদের প্রিয় মাতৃভূমি।

يأخذ ربهم من دمائهم ** يغسل بها سيئاتهم ** ويطيب حسناتهم

আল্লাহ তাদের রক্ত কিনে নিয়েছেন। সেই রক্ত দিয়ে তাদের পাপরাশি ধুয়েমুছে সাফ করে দিয়েছেন আর তাদের সৎকর্মগুলো সুন্দর সুসজ্জিত করেছেন।

বিশিষ্ট সাহাবি সুহাইব রুমি রাযি.

সুহাইব রুমি রাযিআল্লাহু আনহু এর জীবনী পড়ে দেখুন। তিনি মক্কানগরীতে একজন কৃতদাস ছিলেন। অতঃপর ইসলামের আগমন ঘটলে তিনি মনেপ্রাণে তা বিশ্বাস করেন। ইসলামের আনুগত্য স্বীকার করেন এবং একজন খাঁটি মুসলমান হয়ে যান। এতে তিনি মক্কার কাফেরদের হাতে মাত্রাহীন নিগ্রহের শিকার হন। এ পরিস্থিতিতে রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবাগণকে পবিত্র মদিনায় হিজরতের নির্দেশ দেন। ফলে সাহাবাগণ হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন। এদিকে কুরাইশপ্রধানরা বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি। তারা প্রকাশ্যে হিজরতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে এবং যাতে কেউ পালিয়ে যেতে না পারে সে জন্য গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। সুহাইব রুমি রাযিআল্লাহু আনহু একরাতে ইস্তেঞ্জার বাহানায় বিছানা ছেড়ে টয়লেটে গেলেন। এদিকে প্রহরীও তার সাথে চলল। টয়লেট থেকে বের হয়ে বিছানায় ফিরে আসার পূর্বে তিনি আবার টয়লেটে গেলেন। প্রহরীও তার সাথে চলল। আবার বিছানায় আসলেন, পরক্ষণেই আবার টয়লেটে গেলেন। প্রহরীও তার সাথে চলল। আবার টয়লেটের বাহানায় বাইরে গেলেন, এসব করে তিনি প্রহরীকে বোঝাতে চাচ্ছেন, তিনি পেটের পীড়ায় আক্রান্ত, পলায়ন তার মতলব নয়। বাস্তবেই প্রহরী ধরে নিল, এই রাত্রে লাত-উজ্জা বুঝি তাকে অসুস্থ করে দিয়েছে। এই ভেবে প্রহরী আর তার সাথে হাঁটল না। এ সুযোগে সুহাইব রুমি চুপিসারে মক্কানগরী থেকে বের হয়ে মদিনার পথ ধরলেন। তাঁর ফিরতে বিলম্ব হওয়াতে তারা বুঝতে পারল, সুহাইব এবার পলায়ন করেছে। তারা তাঁর পিছু ধাওয়া করল। একপর্যায়ে তারা তার নাগাল পেয়ে গেল। সুহাইব তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে, পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করলেন এবং তাদের দিকে ধনুক তাক করে হুংকার ছেড়ে বললেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আল্লাহর কসম! তোমরা ভালোভাবেই জানো, আমি তোমাদের মধ্যে সবচে নিখুঁত তীরন্দাজ। আল্লাহর কসম! তোমরা আমার কাছে পৌঁছুতে পারবে না, তার পূর্বেই আমার প্রতিটা তীর তোমাদের

একেকজনকে হত্যা করবে। তারা পাহাড়ের নিচ থেকে জবাব দিলো, তুমি আমাদের নিকট হতদরিদ্র ও রিক্তহস্ত এসেছিলে, আর এখন জানমাল নিয়ে নিরাপদে ফিরে যেতে চাও? এবার সুহাইব রাযি. নিজের কথার সুর পাল্টিয়ে দিলেন। আচ্ছা! আমি যদি তোমাদেরকে মক্কায় আমার গচ্ছিত ধনরত্নের সন্ধান দেই, তাহলে কি তোমরা তা গ্রহণ করবে এবং এর বিনিময়ে আমাকে নিরাপদে যেতে দিবে? তারা খুব সহজেই বলে ফেলল হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি তাদের বলে দিলেন, আমার অমুক দরজার চৌকাঠের নিচে মাটি খনন করে সেখান থেকে কিছু স্বর্ণের পাত উদ্ধার করে নাও। অমুক মহিলার নিকট গিয়ে তার থেকে একটি জোড়া পোশাক আদায় করে নাও। এতে তারা মদিনার পথ ছেড়ে মক্কার পথ ধরল। এদিকে তিনি একাকি নিঃসঙ্গ মরুভূমির পথ পাড়ি দিতে লাগলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাহাবাগণের সাক্ষাতের আগ্রহ তাকে দুর্দম্যভাবে হাকিয়ে নিচ্ছিল। তিনি মদিনায় পৌঁছে প্রথমেই মসজিদে নববীর দিকে গেলেন এবং রাসুলুল্লাহর সামনে উপস্থিত হলেন। দীর্ঘপথ সফরের ক্লান্তি-অবসাদ তাঁর দেহাবয়বে সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হচ্ছিল।

রাসুলের অভিবাদন

রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে দেখা মাত্রই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন,

رَبِحَ الْبَيْعُ أَبَا يَحْيَى ، رَبِحَ الْبَيْعُ أَبَا يَحْيَى ربح البيع يا أبا يحي...

> হে আবু ইয়াহইয়া! ব্যবসা লাভজনক হয়েছে, হে আবু ইয়াহইয়া! ব্যবসা লাভজনক হয়েছে। হে আবু ইয়াহইয়া! ব্যবসা লাভজনক হয়েছে। *(ইতহাফুল খিয়ারাতিল মাহারাহ ৫/১৮)*

হ্যাঁ। অবশ্যই ব্যবসা লাভজনক হয়েছে। কেনইবা হবে না, তিনি তো আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসন্ধানের পথে নিজের বসবাসযোগ্য জমি-জিরাত, ঘর-বাড়ী, পরিচিত শহর এবং প্রিয় মাতৃভূমি পরিত্যাগ করেছেন। এ জন্যই দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে অর্জিত সহায়-সম্পত্তি ফেলে আসা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। তিনি তো এমন ব্যক্তি, যিনি গানবাজনা ঢোল-তবলা এবং অনর্থক বিষয়বস্তুর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেননি; নিজের দীনধর্মকে কলুষিত করেননি এবং এসকল অশালীন কাজের ধারেও ঘেষেননি। তিনি নিজেকে

ধাবিত করেছেন কালামুর রহমান শ্রবণের দিকে আর অনুপ্রাণিত হয়েছেন অসীম জান্নাতে প্রদক্ষিণ করার প্রতি। আল্লাহ বলেন,

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ بِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝۱۲

সেদিন তুমি মুমিন পুরুষদের ও মুমিন নারীদের দেখতে পাবে যে, তাদের সামনে ও তাদের ডান পার্শ্বে তাদের নূর ছুটতে থাকবে। (বলা হবে) 'আজ তোমাদের সুসংবাদ হলো জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত, তথায় তোমরা স্থায়ী হবে। এটাই হলো মহাসাফল্য। *(সুরা হাদিদ : ১২)*

ঈমান নিরাপদ রাখুন; জান্নাত সহজ হয়ে যাবে

হযরত জারির ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ কয়েকজন সাহাবিকে নিয়ে মদিনার বাইরে বের হলেন। হঠাৎ একজন আরোহী তাঁদের দিকে আসতে লাগল। রাসুলুল্লাহ লোকটিকে দেখে সাহাবাদের লক্ষ্য করে বললেন, মনে হচ্ছে লোকটি তোমাদের দিকেই আসছে। বাস্তবিকই লোকটি উষ্ট্রীতে আরোহন করে সাহাবাদের সামনে এসে থামল এবং তাদের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, কোত্থেকে এসেছ? দীর্ঘ সফরে ক্লান্তক্লিষ্ট ও অবসাদগ্রস্থ লোকটি কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল, আমি আমার স্ত্রী-পরিবার পরিজন এবং আত্মীয়স্বজন ছেড়ে এসেছি। রাসুলুল্লাহ বললেন, তো কোথায় যাবে? লোকটি উত্তর দিলো, রাসুলুল্লাহর নিকট। রাসুলুল্লাহ বললেন, সঠিক ঠিকানায় এসেগেছো! লোকটির চেহারায় আনন্দের ঢেউ খেয়ে গেল। সে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উচ্ছসিত কণ্ঠে বলল, হে রাসুলুল্লাহ! ঈমান কী জিনিস তা আমাকে শিক্ষা দিন। রাসুলূল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর প্রেরিত রাসুল। সালাত আদায় করবে। যাকাত প্রদান

করবে। মাহে রামাযানের সওম পালন করবে আর বাইতুল্লাহর হজ আদায় করবে।

সে বলল, আমি মনেপ্রাণে মেনে নিলাম। তাঁর ইসলাম গ্রহণের স্বীকারোক্তি এখনো শেষ হয়নি, ইতিমধ্যে উষ্ট্রির সামনের পা দু'টি ইঁদুরের গর্তে পড়ে সামনের দিকে ঝুকে পড়ল এবং লোকটিও সামনের দিকে ঝুকে পড়ল। ঝাকি সামলাতে না পেরে লোকটি উল্টে পড়েগেলে এবং মারাত্মক আঘাতে ছটফট করতে করতে মারা গেলো। রাসুলুল্লাহ বললেন, লোকটিকে আমার কাছে নিয়ে এসো, আম্মার ইবনে ইয়াসির এবং হুযাইফা রাযি. লাফ দিয়ে উঠলেন, লোকটিকে বসানোর চেষ্টা করলেন কিন্তু বসলো না। নাড়াচাড়া দিলেন, কোনো স্পন্দন নেই। তারা বললেন হে রাসুলুল্লাহ! লোকটি তো মারা গেল! রাসুলুল্লাহ তার দিকে ফিরে তড়িৎ মুখ ঘুরিয়ে নিলেন, তারপর তাদের দু'জনকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা কি লোকটি থেকে আমরা মুখ ফিরিয়ে নেয়ার বিষয়টি লক্ষ্য করনি? আমি তো দেখলাম আয়াতলোচনা হুরদের মধ্যে তার দুজন স্ত্রী তার মুখে জান্নাতের ফলমূল তুলে দিচ্ছে। এতে আমি বুঝতে পারলাম লোকটি ক্ষুধার্ত ছিল। অতঃপর রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর শপথ! সে ওই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত, মহান আল্লাহ যাদের ব্যাপারে বলেছেন, 'যারা ঈমান আনয়ন করে এবং তাদের ঈমান কুফুরি-অন্যায় দ্বারা কলুষিত করে না, তাদের জন্যই রয়েছে নিরাপত্তা, আর তারাই সুপথপ্রাপ্ত। *(মুসনাদে আহমাদ)*

হ্যাঁ, তারা সেসকল ব্যক্তি, যারা আপন স্রষ্টার প্রাপ্য সঠিকভাবে চিনতে পেরেছে, তার ভালোবাসার স্বীকারোক্তি দিয়েছে, তার নৈকট্যসাধনকে নেয়ামত মনে করেছে এবং নেয়ামতসমূহের যথাযথ কৃতজ্ঞতা আদায় করেছে। যখনই তাদের প্রতি স্রষ্টার নেয়ামত বৃদ্ধি পেয়েছে, কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাদের ইবাদত-আগ্রহ, ভালোবাসা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আলেমের স্মরণাপন্ন হোন, নিরাপদ থাকুন

জনৈক ব্যক্তি ইবরাহিম ইবনে আদহামের নিকট এসে বলল, জনাব ! আমার মন আমাকে গুনাহের দিকে ধাবিত করে, অতএব আমাকে চিকিৎসা দিন! তিনি বললেন, যখন তোমার মন তোমাকে আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে

আহ্বান করে, তখন তুমি তাঁর অবাধ্যতা করো, কোনো সমস্যা নেই। তবে আমার পক্ষ থেকে তোমার জন্য পাচঁটি শর্ত অবশ্যই লক্ষ্যণীয়। লোকটি বলল, বলুন কী সেসব শর্তাবলী? তিনি বললেন,

> এক. যখন আল্লাহর অবাধ্যতা করতে চাও এমন জায়গায় লুকিয়ে করো যেখানে আল্লাহ তোমাকে দেখতে না পায়।

লোকটি বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, সুবহানাল্লাহ! তার থেকে কীভাবে লুকোব? অথচ কোনোকিছুই তার নিটক গোপন নয়।

ইবরাহিম আদহাম বললেন, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ দেখছেন, তুমি তার অবাধ্যতা করছ, এতে তোমার লজ্জা করবে না।

লোকটি নিরুত্তর হয়েগেলো এবং আরও উপদেশের আবেদন করল। ইবরাহিম বললেন,

> দুই. আল্লাহর অবাধ্যতা করতে চাইলে তার পৃথিবীপৃষ্ঠে তা করো না।

লোকটি বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, সুবহানাল্লাহ পৃথিবীর সবই তো তার, তাহলে আমি কোথায় যাবো?

ইবরাহিম বললেন, আল্লাহর জমিনে অবস্থান করো আর আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হও, এতে তোমার লজ্জা হয় না।

লোকটি আরও উপদেশের আবেদন করল।

ইবরাহিম বললেন,

> তিন. আল্লাহর অবাধ্যতা করতে চাইলে তার প্রদত্ত রিযিক ভক্ষণ করো না।

লোকটি সবিস্ময়ে বলল, সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! তাহলে আমি কীভাবে বেঁচে থাকব! প্রতিটি নেয়ামতই তো তার পক্ষ থেকে।

ইবরাহিম বললেন, আল্লাহর অবাধ্যতা করতে কি তোমার লজ্জা হয় না? অথচ তিনি তোমাকে পানাহার করান, তোমার রিযিক সংরক্ষণ করেন।

লোকটি আরও উপদেশের আবেদন করল।

ইবরাহিম বললেন,

> চার. যখন তুমি আল্লাহর অবাধ্যতা করে বসলে আর ফেরেশতারা তোমাকে জাহান্নামের দিকে টেনে নেয়ার জন্য আসলো, তখন তুমি তাদের সাথে যেয়ো না।

লোকটি বলল, অদ্ভুদ ব্যাপার তো! তাদের উপর কি আমার শক্তি হতে পারে, তারা তো আমাকে দূর্ধম্যভাবে টেনে নিয়ে যাবে। সে আরও উপদেশ আবেদন করল।

ইবরাহিম বললেন,

> পাঁচ. যখন তোমার আমলনামায় তোমার পাপরাশি পাঠ করবে তখন তুমি তা অস্বীকার করে বলবে, আমি এসমস্ত পাপ করিনি।

অতঃপর লোকটি কেঁদে কেঁদে এ কথা বলতে বলতে চলে গেল- সুবহানাল্লাহ! তাহলে সম্মানিত ফেরেশতাদের লেখনীর কী হবে? সংরক্ষণকারী ফেরেশতা এবং প্রত্যক্ষদর্শী জেরাকারীগণের সাক্ষ্যের কী হবে...

হ্যাঁ, তারা এমন সম্প্রদায় যারা নিজেদের অন্তরাত্মাকে ষড়রিপুর তাড়না এবং গানবাদ্য দ্বারা কলুষিত হওয়া থেকে নিরাপদ রেখেছেন। নিজেদের সম্পৃক্ত করেছেন চিরস্থায়ী জান্নাতপ্রাপ্তির পথ ও পন্থার সাথে। কামনার চাহিদা বা অশালীন আড্ডার দিকে ধাবিত করার ক্ষেত্রে শয়তান তাদের বিরুদ্ধে সফল হতে পারেনি। শয়তান তাদের প্ররোচনা দিয়েছে কিন্তু তারা প্ররোচিত হয়নি। শয়তান তাদের উদাত্ত আহবান করেছে কিন্তু তারা তার আহবানে সাড়া দেয়নি। এভাবে তারা আল্লাহর একনিষ্ঠ প্রিয় বান্দা হিসাবে পরিগনিত হয়েছে।

গান শয়তানের হাতিয়ার

লক্ষ্য করুন, আল্লাহ পবিত্র কুরআনে শয়তান সম্পর্কে কী বলেন? সে আল্লাহর নির্দেশ; আদমকে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে। ফলে আল্লাহ তাকে জান্নাত থেকে বিতাড়িত করেছেন এবং তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত করেছেন। এতে শয়তান আদম ও আদম সন্তানদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে আল্লাহর সামনে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে-

قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَيَّ ۫ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗۤ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۶۲﴾ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُوْرًا ﴿۶۳﴾ وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَ اَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ وَ شَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَ الْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ؕ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿۶۴﴾

সে বলল, দেখুন এ ব্যক্তি, যাকে আপনি আমার ওপর সম্মান দিয়েছেন, যদি আপনি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় দেন, তবে অতি সামান্য সংখ্যক ছাড়া তার বংশধরদেরকে অবশ্যই পথভ্রষ্ট করে ছাড়ব। তিনি বললেন, যাও, অতঃপর তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে, জাহান্নামই হবে তোমাদের প্রতিদান, পূর্ণ প্রতিদান হিসেবে। তোমার কণ্ঠ দিয়ে তাদের মধ্যে যাকে পারো প্ররোচিত কর, তাদের ওপর ঝাপিয়ে পড় তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে এবং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে অংশীদার হও এবং তাদেরকে ওয়াদা দাও। আর শয়তান প্রতারণা ছাড়া তাদেরকে কোনো ওয়াদাই দেয় না। *(সুরা বনি ইসরাইল : ৬২-৬৪)*

গান শয়তানের আহ্বান। সে গান দিয়ে মানুষের অন্তরে আধিপত্য বিস্তার করে।

গান থেকে বাঁচুন

এই গানের সাথে যখন অশালীন ও যৌন আবদেনময়ী বাক্যাবলী সংমিশ্রণ করে পরিবেশন করা হবে, তখন আপনার অবস্থা কী হবে? রোম সম্রাট ইসলামি খলিফার নিকট একজন বুদ্ধিমান দূত পাঠানোর কথা বলল, ফলে খলিফা আবু বকর আল-বাকিল্লানিকে প্রেরণ করলেন। যখন তিনি রাজ

সভাকক্ষের সামনে উপস্থিত হলেন, তাকে সম্রাটের সামনে মাথা নতকরে (রুকু অবস্থায়) ভেতরে প্রবেশের নির্দেশ দেয়া হলো। তিনি প্রকাশ্যে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। এবার সম্রাট আমলাদের অপর আরেকটি দরজা দিয়ে তাকে প্রবেশ করানোর নির্দেশ দিলো। সে দরজাটি এমন সংকীর্ণ ছিল, যা দিয়ে প্রবেশ করার সময় মাথা নত (রুকু) না করে উপায় নেই। বাকিল্লানি দরজার কাছে এসে পিঠ ঘুরিয়ে পেছনের দিকে হাটতে থাকলেন এবং বাইরের দিকে মুখ করে ভেতরে প্রবেশ করলেন। তারপর সোজা হয়ে সম্রাটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। সম্রাট তাঁর বুদ্ধি-বিচক্ষণতা দেখে রাজ সভাসদদেরকে বিশেষ ধরণের বাদ্যযন্ত্র বাজানোর নির্দেশ দিলো। তা এমন বাদ্য ছিল যে কেউ শুনলে তার মধ্যে মাতলামী চলে আসে, দেহে শিহরণ জাগে, মহানন্দে হেলেদুলে নাচতে থাকে। বাদ্য বাজানো শুরু হওয়ামাত্র বাকিল্লানি লক্ষ্য করলেন, উপস্থিত সকলেই বাজনার তালে তালে মেতে ওঠছে। এসময় তিনি শয়তানের নগ্ন হামলা থেকে আত্মরক্ষার জন্য নিজের হাত বা পায়ের আঙ্গুল চেপে ধরলেন এবং নিরন্তর চেষ্টা করলেন। একসময় আঙ্গুল ক্ষত হয়ে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল, আর এ ক্ষতের ব্যথা তাকে বাদ্যের আওয়াজ থেকে অন্যমনস্ক করে রাখল।

আয়শা সিদ্দিকা রাযি.-এর ধমক

সায়্যিদা আয়শা রাযি. একবার লক্ষ্য করলেন এক ব্যক্তি আনন্দে মাথা ডানে-বামে দুলাচ্ছে। তিনি বললেন ছি! ছি! শয়তান! তাকে বের করে দাও, তাকে বের করে দাও এখান থেকে।

হ্যাঁ, গান শয়তানের আওয়াজ, এ গান মানুষের প্রবৃত্তির কামনা এবং পাপাচারকে উস্কে দেয়। অবাধ মেলামেশা, যিনা-ব্যভিচারের মতো হারাম ও ঘৃণ্য অপরাধের দিকে ঠেলে দেয়।

গানের কুপ্রভাব

আল্লাহর কসম! কত সতিসাধ্বী রমণী এই গান-বাদ্যের পেছনে পড়ে দেহপসারিণী হয়ে গেছে। কত স্বাধীন, সৎ ব্যক্তি শিশু-কিশোর বা যুবতীদের দাসে পরিণত হয়েছে। কত অভিজাত ব্যক্তি এই গানের মাধ্যমে, সৃষ্টিজগতের নিকৃষ্টতম নামে পরিণত হয়েছে। কত ধনাঢ্য ব্যক্তি দরিদ্র

হয়েছে, রেশমি চাদর ও বর্ণিল তোষক বিছানা হারিয়েছে। কত সুস্থ ব্যক্তি এই গানের দ্বারা বিপদাপদ ডেকে এনেছে!!!! আল্লাহর কসম! তোমরা এসব ঘৃণিত কাজ থেকে বিরত হও।

কোনো দিন কোনো গায়ক থেকে মদ্যপান ও যিনা-ব্যভিচার সম্পর্কে ভীতিপ্রদর্শনের বা আত্মসংযম ও দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ সংক্রান্ত কোনো গান শুনেছেন? অথবা মুসলমানদের ইজ্জত-আবরু হেফাজত সংক্রান্ত বা জামাতের সাথে সালাত আদায়ের গুরুত্ব নিয়ে রচিত কোনো গান শুনেছেন? এগুলোর কোনোটাই নয় বরং গায়ক তার গান শুরু করে, হে প্রিয়তমা! হে আমার প্রাণ! বলে। প্রেমিকার দেহাবয়ব, তার রূপলাবণ্য এবং দেহের আকর্ষণীয় বিবরণই গানের মৌলিক উপাদান বা মূল প্রতিপাদ্য। তাদের গানে আপনি কেবলই শুনবেন প্রেমবাক্য, কামনা এবং প্রেমাশক্তিমূলক পঙক্তি। পুরুষ গায়কের সুরছন্দে নারী আসক্তি আর নারী গায়িকার সুরে পুরুষ আসক্তির বিষয়। তা ছাড়া প্রেমের ছলনা আর মনভুলানো আচরণ তো আছেই।

পবিত্র কুরআনে রমণীদের প্রতি সতর্কবাণী

আল্লাহ মুমিন রমণীদের ব্যাপারে কুরআনে যে নির্দেশনা দিয়েছেন সে দিকে একটু লক্ষ্য করুন-

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ

তারা যেন তাদের সাজ-সজ্জা, গোপন আবরণ প্রকাশের উদ্দেশে সজোরে পদক্ষেপ না করে।

অর্থাৎ রমণীগণ যেন পায়ের নূপুর ব্যবহার করে জমিনে সজোরে পদাচারণ না করে। এতে পুরুষগণ তাদের নূপুর বা গহনার আওয়াজ শুনে বিমুগ্ধ হয়ে ফিতনায় নিপতিত হতে পারে।

যারা অশ্লীলতার প্রচার ভালোবাসে

ইসালামি শরিয়তে যদি এতটুকু হারাম হয়, তা হলে ওই রমণীর ব্যাপারে আপনার মতামত কী হবে, যে হেলেদুলে নেচেনেচে গান করে, নৃত্য সংগীত

পরিবেশন করে। হাস্যরস আর ভাঙ্গাভাঙ্গা কণ্ঠে আকর্ষণীয় সুর তোলে। কথায় কথায় মায়া সৃষ্টি করে। শিস দেয় উহ আহ! শব্দ করে রিপুর তাড়না উস্কে দেয়। অশ্লীল ও বেহায়াপনার দিকে আহ্বান করে। এসব কাজকে মুমিনদের মাঝে অশ্লীলতার বিস্তারকারী না বলে আপনি কী বলবেন? এ শ্রেণির লোকদের আল্লাহ তাআলা হুঁশিয়ার করে বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۹﴾

> নিশ্চয় যারা এটা পছন্দ করে যে, মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না। *(সুরা নুর : ১৯)*

যারা অশ্লীলতার প্রচার প্রসার ভালোবাসে, তাদের ব্যাপারে এই ভীতিপ্রদর্শন। এখানে কেবল অশ্লীলতার প্রচার-প্রসার ভালোবাসাকে শাস্তির কারণ বলা হয়েছে, আর যে ব্যক্তি নিজে সরাসরি অশ্লীলতার প্রচার প্রসার করে তার কী অবস্থা হবে?

ইবনে মাসউদ রা.-এর উক্তি

এ কারণেই ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন,

اَلْغِنَاءُ رُقْيَةُ الزِّنَا

> গান হলো ব্যভিচারের মন্ত্র তথা পথ বা মাধ্যম।

কী আশ্চর্য ব্যাপার! ইবনে মাসউদ রাযি. সে যুগের মালিকানাধীন দাস-দাসিদের পরিবেশিত কবিতা-গান সম্পর্কে এমন মন্তব্য করলেন, অথচ তখন গান বলতে ছিল, কেবল দফের আওয়াজের সাথে অলঙ্কারিত্বে সাজানো কিছু কবিতার আবৃত্তি। তাতে কোনো ধরণের নাচ-নৃত্য, স্পর্শ-সুড়সুড়ি ছিল না। তিনি যদি এ যুগের অবস্থা প্রত্যক্ষ করতেন, তাহলে কী বলতেন! চিন্তা করে দেখুন :

সর্বত্র গানের সয়লাব

সম্প্রতি কত সিস্টেমের গান আবিস্কৃত হয়েছে, শয়তানের চেলাচামুণ্ডাও বৃদ্ধি পেয়েছে ব্যাপক হারে। পরিবেশ এমন হয়েছে যে, গাড়ী, উড়োজাহাজ, স্টীমার রেল ইত্যাদি যানবাহনে অপসংস্কৃতি মারাত্মকভাবে অবিমিশ্রিত। জলেস্থলে সর্বত্র শুধু গান আর গান। বর্তমান শিশুদের খেলনার উপকরণে রূপ নিয়েছে এই গান। সুতরাং গান হলো ব্যভিচারের মন্ত্র, অশ্লীলতার মাধ্যম, বিশৃঙ্খলার মূল ও মানুষের ভ্রষ্টতার হাতিয়ার।

একটু হেয়ালি ধ্বংসের কারণ

ইবনে কুদাম রহ. স্বীয় '*তাওয়াবিন*' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, মক্কার প্রসিদ্ধ আবেদ আল-কিসসা, একদিন এক ঘরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি শুনতে পেলেন, ঘরের ভেতর কোনো এক যুবতী সুললিত কণ্ঠে গান করছে। তখন শয়তানের কুমন্ত্রণায় গান শুনার জন্য তিনি একটু আস্তে আস্তে কদম বাড়ালেন। এর মধ্যে বাড়ীর মালিক তাকে দেখে ভেতরে প্রবেশ করে গান শুনার আমন্ত্রণ জানালো। কিন্তু তিনি তাতে অসম্মতি প্রকাশ করল। শেষ পর্যন্ত মালিকের পীড়াপীড়ির কারণে রাজি হলেন এবং বললেন আমাকে এমন স্থানে বসতে দিন যাতে গায়িকা আমাকে না দেখে, আর আমিও তাকে না দেখি। মালিক উভয়ের মাঝে পর্দা টানিয়ে দিলো। আবেদ পর্দার আড়ালে বসলেন ওদিক থেকে গায়িকা আপন মনে গান গাইতে শুরু করল। তার সুরভঙ্গিমা ও মাদুর্যতায় বিমুগ্ধ হয়ে আবেদ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। মালিক আবেদন করল, পর্দাটি ওঠিয়ে দেবো? আবেদ বললেন, না। শেষপর্যন্ত মালিক পর্দা সরিয়ে ফেলল। মাঝে কোনো পর্দা নেই। দুজন দুজনকে দেখছে। শ্রবণাকর্ষণ আর দর্শনাকর্ষণ সমাবেশ ঘটে প্রেমের বিদ্যুৎ চমকাল। একে অপরকে ভালোবাসতে শুরু করল। তাদের ভালোবাসার বিষয়টি আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ল। প্রতিদিন গান শুনা আর আড্ডা চলতে থাকল। এভাবে পরস্পরের ভালোবাসার বিষয়টি প্রকাশ্যে এলো। এদিকে শয়তান যখন উভয়কে বশ করে ফেলল, একদিন গায়িকা আবেদকে বলল, আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি ভালোবাসি তোমাকে চুম্বন করতে। তোমার সাথে আলিঙ্গন করতে। তোমার বুকের সাথে বুক মিলাতে। তোমার দেহের সাথে দেহ মিলাতে। অনুরূপ আবেদও বললেন,

আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে ভালোবাসি। এ সুযোগে গায়িকা আবেদকে যিনার প্রস্তাব দিয়ে বসল এবং অনুনয়ের সুরে বলল মানা কিসে? কেউ নেই! তুমি আর আমিই তো। আবেদের দেহ কেঁপে ওঠল। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর এই বাণী শুনেছি,

الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾

> বন্ধুবান্ধবরা সেদিন পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন থাকবে। তবে মুত্তাকিগণ ব্যতীত। *(সূরা আয-যুখরুফ ৬৭)*

আর আমি তোমার-আমার মাঝে এমন বন্ধুত্ব পছন্দ করি না, যা কেয়ামত দিবসে, শত্রুতায় রূপ নিবে। গায়িকা বলল, আপনার কি এই বিশ্বাস হয় না যে, আমরা তওবা করে নিলে আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি বললেন, তা তো ঠিক আছে। কিন্তু অকস্মাৎ মৃত্যুদূতের উপস্থিতি, জাহান্নামের শাস্তি বেত্রাঘাত, প্রস্তরনিক্ষেপ এসব মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে কিছুতেই নিরাপদ নই। এ কথা বলে তিনি তৎক্ষণাত গায়িকার সঙ্গ ত্যাগ করে কাঁদতে কাঁদতে বের হয়ে গেলেন। সেই যে গেলেন আর কোনো দিন তার কাছে আসেননি। *(কিতাবুত তাওয়াবীন ১/১৪৪)*

চিন্তা করে দেখুন সামান্য একটু গান শ্রবণের কৌতুহল একজন আবেদকে শয়তান প্রায় ধ্বংসের মুখে ফেলে দিয়েছিল।

গান ইবাদতের আগ্রহ বিনষ্ট করে দেয়

আলি ইবনে হুসাইন রাযি. বলেন, আমাদের একজন আবেদ প্রতিবেশী ছিল। ইবাদত বন্দেগি এবং অধ্যাবসায়ে খুব বেশি খ্যাতি লাভ করেছিল। সে সালাতে দাঁড়ালে পা ফুলে যেতো। কাঁদতে কাঁদতে চোখ পীড়াগ্রস্থ হয়ে পড়ত...

একবার তার পরিবার, প্রতিবেশী সবাই মিলে তাকে বিয়ে করার আবেদন করল। সে শঙ্কা প্রকাশ করল স্বাধীন রমণী বিয়ে করলে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে বিঘ্নতা সৃষ্টি হবে। তাই সে দাসী ক্রয় করে নিজের প্রয়োজন মিটানোর সিদ্ধান্ত নিল এবং তাই করল। ঘটনাক্রমে উক্ত বাদিটি ছিল একজন দক্ষ গায়িকা। একদিন সে সালাত আদায় করছিল। এদিকে বাদিটি সুমধুর সুরে কিছু কবিতা আবৃত্তি শুরু করে দিল। আস্তে আস্তে গানের

আওয়াজকে বৃদ্ধি করতে থাকল। আবেদের সালাতে মারাত্মক বিঘ্নতা ঘটল। সালাত সম্পন্ন করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে দাড়াল। শেষ পর্যন্ত সালাত ছেড়েই দিলো। এ অবস্থা দেখে বাদি নিজেই তার কাছে গিয়ে অভিনয় করে বলল, হে মুনিব! আপনি তো নিজের রুপযৌবনকে ক্ষয় করেফেলেছেন। নিজের জীবনকে ক্লান্ত অবসাদগ্রস্থ করে দিয়েছেন। যেনো নিজেকে ভুলেই গেছেন। আপনি যদি আমার গান শ্রবণ করতেন আর আমার রুপযৌবন উপভোগ করতেন!! এবার মুনিব নরম হয়ে গেল এবং সে সালাতে যে তৃপ্তি স্বাদ অনুভব করতো এখন সে তারচে অন্যরকম এক আনন্দে, তৃপ্তিতে আসক্তি হয়ে পড়ল। আবেদের এ পদস্খলনের সংবাদ তার কোনো এক হিতাকাঙ্ক্ষীর কানে পৌঁছল। তিনি তার নিকট একটি সারগর্ভ চিঠি লিখলেন। যার সারসংক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হলো,

> বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
>
> সুহৃদ উপদেশদাতা ও পরমপ্রতীম ডাক্তারের পক্ষ থেকে...
>
> ওই ব্যক্তির প্রতি যার অন্তর থেকে কুরআন তিলাওয়াতের স্বাদ, আখেরাতের চিন্তা এবং বিনয়-নম্রতা ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে।
>
> আমার নিকট এ মর্মে সংবাদ পৌঁছেছে যে তুমি একজন বাদি ক্রয় করেছ এবং তার বিনিময়ে নিজের আখেরাতের মূল্যবান অংশকে বিক্রি করে দিয়েছ। যদি তুমি মহামূল্যবানকে নগণ্যের বিনিময়ে আর কুরআনের স্বাদকে বাদীর বিনিময়ে বিক্রি করে থাক, তাহলে আমি তোমাকে সমস্ত স্বাদ বিনষ্টকারী, কামরিপু পণ্ডকারী, সন্তান-সন্ততি এতিমকারী আকস্মিক 'মৃত্যু' সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করছি। মনে কর তা যেন তোমার কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে আকস্মাৎ চলে এসেছে। অতঃপর তোমাকে নির্বাক করে দিয়েছে। তোমার সকল অঙ্গ বিকল করে দিয়েছে। তোমার কাফন-দাফন প্রস্তুত হচ্ছে আর পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন সবাই তোমাকে ঘিরে রেখেছে। আমি

> তোমাকে সেই চিৎকার সম্পর্কে সতর্ক করছি, যখন পূর্ববর্তী সকল জাতি মহা পরাক্রমশালী সম্রাটের সামনে নতজানু হয়ে যাবে। সুতরাং হে ভাই! তোমার ওপর সেই ক্রোধান্বিত সম্রাটের পক্ষ থেকে অনাগত মৃত্যু সম্পর্কে সতর্ক হও।

তারপর হিতাকাঙ্ক্ষী চিঠিটা ভাজ করে কৃতদাস মারফত আবেদের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। সে গানবাদ্য আর বিনোদনে নিমগ্ন ছিল। এমন সময় কৃতদাস চিঠি নিয়ে প্রবেশ করল এবং তার হাতে ন্যাস্ত করল। আবেদ চিঠি পড়ে হতবম্ব হয়ে গেল। তার গলা শুকিয়ে আসলো। সে কালবিলম্ব না করে বিনোদন ত্যাগ করে মজলিস থেকে ওঠে দাঁড়াল এবং গানবাদ্যের যাবতীয় সরঞ্জামাদী ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলল। আর দাসীকে পরিহার করে জীবনের তরে তওবা করে নিলো। সে আবার নতুন উদ্যোমে সাত আসমান ও পৃথিবীর স্রষ্টার ইবাদত-বন্দেগিতে আত্মনিয়োগ করল। তার মৃত্যুর পর সেই হিতাকাঙ্ক্ষী তাকে স্বপ্নযোগে জিজ্ঞাসা করল, আল্লাহ আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করলেন? সে উত্তরে বলল,

আমি রব্বে কারিমের নিকট এসেগেছি। তিনি আমাকে জান্নাতে আশ্রয় দিয়েছেন। আর বিনিময় হিসেবে ডাগরচক্ষু বিশিষ্ট জান্নাতী রমণী দিয়েছেন। তারা আমাকে দফায় দফায় শরাব পান করায় এবং অভিবাদন স্বরূপ বলে,

اشرب بما قد كنت تأملني ** وقر عينا مع الولدان والعيين

يا من تخلى عن الدنيا وأزعجه ** عن الخطايا وعيدٌ في الطواسين

> দুনিয়াতে তুমি আমায় কামনা করতে, তার বিনিময়ে পবিত্র শরাব প্রাণভওে পান কর। কমনীয় হুর আর কিশোর সঙ্গ লাভে আখিঁযুগল শান্ত কর। কে তুমি! পৃথিবী থেকে শূন্য এসেছো ফিরে। নরকের ভয়বাণী যাকে দূরে রেখেছে পাপাচার শয়তানি থেকে। *(কিতাবুত তাওয়াবিন : ২৫৬)*

গান অবৈধ প্রেম সৃষ্টি করে

কত যুবকের পবিত্র হৃদয় গায়িকার মুখশ্রী দেখে, কণ্ঠস্বর শুনে রোমাঞ্চিত হয়ে তার প্রেমে পড়েছে। কত সতি সাধ্বী রমণী চরিত্রহীন গায়কের গান শুনে তার সুরব্যঞ্জক দর্শনে মাতোয়ারা হয়েছে।

হে যুবক/যুবতী! তাদের দেখে মুগ্ধ হয়ো না। কেননা, এটি তোমাদেরকে তাদেও ছবি ঝুলিয়ে রাখা, গানের এ্যালবাম সংগ্রহ করা আর শুধু তাদের কামনা-বাসনা ও কল্পনা-ঝল্পনায় নিমজ্জিত করে ফেলবে...

فيا من يرى سقمي يزيد

وعلتي أعيت طبيبا تعجبن

হে ব্যক্তি! আমার অসুস্থতা লক্ষ্য করেছ। আমার অসুস্থতা আরও বেড়েই চলছে। চিকিৎসক ক্লান্ত হয়েগেছে। তুমি এতে আশ্চর্যবোধ কর না!

গান ব্যভিচার

রাসুলুল্লাহ ﷺ গানবাদ্যকে যিনা ব্যভিচারের সাথে তুলনা করেছেন। যেমনটি ইমাম বুখারীর বর্ণনায় এসেছে,

أَبُوْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ وَاللهِ مَا كَذَّبَنِيْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَّ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

আবু মালেক আল-আশআরি রাযি.-এর সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার উম্মতের মাঝে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে, যারা যিনা-ব্যভিচার রেশমি কাপড়সহ গানবাদ্য ও মদ্যপানকে বৈধ মনে করবে। *(সহিহুল বুখারি : হাদিস নং ৫২৬৪)*

ব্যাখ্যা : বৈধ মনে করার অর্থ হলো, তাদের এসকল হারাম কাজ এত বেশি বৃদ্ধি পাবে, ফলে বৈধ কাজের মতোই অকপটে হারাম কাজ করতে থাকবে।

যে ব্যক্তি এসকল হারাম কাজ করবে, তাকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হবে না বরং হারামকে হালাল বলে ফতোয়া প্রদান করে এমন মুফতির অনুসন্ধান করতে থাকবে।

গান অশালীন আওয়াজ

তিরমিযি শরিফে বর্ণিত,

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ نُهِيتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ : صَوْتٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ نَغْمَةُ لَهْوٍ وَلَعْبٍ وَمَزَامِيْرُ شَيْطَانٍ وَصَوْتٌ عِنْدَ مُصِيْبَةٍ لَطَمُ وُجُوْهٍ وَشَقِّ جُيُوْبٍ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমাকে নির্বোধ ও অশালীন দুটি আওয়াজ থেকে নিষেধ করা হয়েছে, প্রথমটি কোনো নেয়ামত প্রাপ্তির সময়- গানবাদ্য, খেলতামাশা, অর্নথক কাজ করা এবং শয়তানের শিস ইত্যাদির আওয়াজ দেয়া। অপরটি বিপদাপন্ন হওয়ার সময় চেহারায় আঘাত করা ও জামা ছিড়ে ফেলার আওয়াজ।

উপর্যুক্ত হাদিসে গানকে নির্বোধ ও অশালীন আওয়াজ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেননা তা নির্বোধ ও বখাটেদের চরিত্র।

লাহওয়াল হাদিসের ব্যাখ্যা

سُئِلَ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعُوْدٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ" فَقَالَ : اَلْغِنَاءُ وَاللهِ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ، يُرَدِّدُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

হযরত ইবনে মাসউদ রাযি.কে নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ

[আর মানুষের মধ্যে কতক আছে যে মনভুলানো কথা কিনে আনে...] *(সুরা লুকমান : ৬)*

উক্ত আয়াতে 'লাহওয়াল হাদিস'-এর অর্থ কী? তিনি বলেন,

اَلْغِنَاءُ وَاللهِ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ

[তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নাই , নিঃসন্দেহে তা গান] তিনি তিনবার এই বাক্য পুনরাবৃত্তি করেন। ইবনে মাসউদ রাযি. যথাযথ বলেছেন, যদিও তিনি এখানে শপথ বাক্য ব্যবহার করেননি। *(তাফসিরুল কুরতুবি : ১৮/৫২)*

যুর (الزُّوْرَ) শব্দের ব্যাখ্যা

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

আর তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অনর্থক কাজের নিকট দিয়ে ভদ্রচিতভাবে অতিক্রম করে। *(সুরা ফুরকান : ৭২)*

মুহাম্মাদ বিন আল-হানাফি রহ.কে জিজ্ঞাসা করা হলো, উপর্যুক্ত আয়াতে আল যুর (الزُّوْرَ) শব্দের অর্থ কী? তিনি বললেন, নিশ্চয় তার অর্থ গান। কেননা তা তোমাকে আল্লাহর স্মরণ থেকে অন্যমনস্ক করে রাখবে।

সামিদুন-এর ব্যাখ্যা

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে কুরাইশী কাফেরদের উদ্দেশ্য করে বলেন,

اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ ۝ وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ ۝ وَاَنْتُمْ سٰمِدُوْنَ ۝

তোমরা কি এমন বৃত্তান্তে বিস্ময় বোধ করছ? হাসিতামাশা করছ? অথচ ক্রন্দন করছ না! তোমরা তো উদাসীন। *(সুরা নাজম : ৫৯-৬১)*

ইবনে আব্বাস রাযি. উপর্যুক্ত আয়াতে সামিদুন শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন সামিদুন-এর অর্থ গায়কবৃন্দ।

আরবদের মাঝে এর ব্যবহার প্রচলিত রয়েছে, যেমন, তারা বলে,

اِسْمُدْ لَنَا أَيْ غَنِّ لَنَا

অর্থাৎ আমাদের মনোরঞ্জনে গান কর।

শিস দেয়া গানের অন্তর্ভুক্ত

বাইতুল্লাহ শরিফে প্রতিমাপূঁজাকারীদের অবস্থা বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন,

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ

আর কাবাগৃহের নিকট শিস দেয়া এবং করতালী দেয়াই ছিল তাদের সালাত। সুতরাং তোমরা অস্বীকার করতে এজন্যে শাস্তি আস্বাদন করো। *(সুরা লুকমান ৩৪)*

উপর্যুক্ত আয়াতে 'মুকা-(শিস দেয়া) ও তাসদিয়া (করতালি দেয়া) এক প্রকার বাদ্যের অন্তর্ভুক্ত।

গান শ্রবণকারীর পরিণাম

গানের সবচে ভয়ানক বিষয় হলো রাসুলুল্লাহ ﷺ গান শ্রবণকারীকে প্রস্তরবৃষ্টি ও চেহারা বিকৃত হওয়ার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করেছেন। ইমাম তিরমিযি হাসান সনদে এ প্রসঙ্গে একটি হাদিস উল্লেখ করেন,

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصِيْنٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَتَى ذَاكَ قَالَ إِذَا ظَهَرَتِ الْقِيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ

ইমরান ইবনে হাসিন রাযি. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের মাঝে ভূমিধস, প্রস্তরবৃষ্টি এবং বিকৃতির ঘটনা ঘটবে। মুসলমানদের থেকে একজন বলল, হে আল্লাহর রাসুল! সে সময়টি কখন? রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, যখন গায়িকা-নৃত্যকারীণি, বাদ্যযন্ত্রের প্রকাশ পাবে এবং মদ্যপানকে হালাল মনে করা হবে। *(তিরমিযি শরিফ : হাদিস নং ২২১২)*

তিনি আরও বলেন,

لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ يَشْرِبُوْنَ الْخَمْرَ وَيُعْزَفُ عَلَى رُءُوْسِهِمْ بِالْقِيَانِ يَمْسَخُهُمُ اللهُ تَعَالَى قِرَدَةً وَّخَنَازِيْرَ

আমারে উম্মতের মাঝে এমন এক সম্প্রদায়ের আর্বিভাব ঘটবে, যারা মদ্যপান করবে, তাদের মাথার ওপর গায়িকাদের দ্বারা গানবাদ্য পরিবেশনা করা হবে, আল্লাহ তাদের বানর এবং শূকরে বিকৃত করে দেবেন।

হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা অচিরেই এ সম্প্রদায়কে শাস্তি প্রদান করবেন যেমনিভাবে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়কে শাস্তি প্রদান করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাদের'সহ ভূমি ধসিয়ে দিবেন, অথবা বানর বা শূকরে পরিণত করে দিবেন, নতুবা আকাশ থেকে প্রস্তরবৃষ্টি বর্ষণ করবেন। এসকল তখনই হবে যখন মানুষের মাঝে গানবাদ্য প্রকাশ পাবে এবং তা ব্যাপক আধিক্যতা ও বিস্তৃতি লাভ করবে। এসব হবে তাদের কৃতকর্মের কারণে।

পৃথিবীটা বাদ্যের পাঠশালা

এখন তো বাদ্যযন্ত্রের সয়লাভ চলছে। কত রকম বাদ্যযন্ত্রের আবিস্কার হচ্ছে। পৃথিবীটা যেন বাদ্যযন্ত্রের পাঠলাশায় পরিণত হয়েগেছে। অনেক ইসলামি রাষ্ট্রেও ছড়িয়ে পড়েছে এই মহামারি। অপরদিকে গান পরিবেশন করতে গিয়ে এসকল লাবণ্যময়ী মোহনীয় গায়িকারা উপভোগের পণ্যে পরিণত হচ্ছে। নানা অঙ্গভঙ্গিমাতে পুরুষদের কাম-রিপুকে উস্কে দিচ্ছে।

আসলে ইসলামের শত্রুরা সর্বাত্মকভাবে হামলে পড়েছে এবং কুমারী নারীদের ইজ্জত-আবরু নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। আমাদের সম্প্রদায়ের

একটি দল তাদের এই হামলার শিকার। তারা নানাভাবে তাদের সহযোগীতা করছে। পাপাচারের জোগান দিচ্ছে। তারা গান-বাদ্য ও অনর্থক চিত্তবিনোদনে ব্যাস্ত। তারা আল্লাহর পথে মুজাহিদদের সঙ্গ দেয় না এবং মুসলমানদের কোনো বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে না। কবির ভাষায়–

العزف والرقص والمزمار عدتنا ** والخصم عدته علم وآلات

تقود أمتنا في الحرب غانية ** والجيش في الحرب قد ألهته مغناة

كم بددوا المال هدرا في مباذلهم ** وفي ليالي الخنا ضاعت مروءات

> গানবাদ্য, নৃত্য আর বাশি হলো আমাদের সম্বল। অথচ প্রতিপক্ষের শক্তি হলো জ্ঞান, প্রযুক্তি, হাতিয়ার-অস্ত্রশস্ত্র। রণাঙ্গনে আমাদের নেতৃত্ব দেয় গায়িকারা। যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের সৈন্যবাহিনীকে মোহগ্রস্ত্র করে রাখে সংগীত। আমরা তাদের পায়ের নিচে কত সম্পদ অনর্থ খরচ করে দিচ্ছি। রাতের অশালীন গান আড্ডায় আভিজাত্য ক্ষুয়ে ফেলছি।

হ্যাঁ এমনটিই গানের পরিণাম। ভূমিধস, বিকৃতিসাধন, প্রস্তরখণ্ড, লোহা ও মাটি বর্ষণ সম্পর্কে ভীতিপ্রদর্শনের বিষয়টি নিশ্চিতভাবেই প্রমাণিত হলো।

كوكب الشرق ضاع قومي لما ** تاه في حبك القطيع وهاما

وإذا الشعر بالكؤوس تغنى ** وغدا الدين في ربانا حطاما

وصفير المزمار صار أذانا ** في حمى البيت والنديم إماما

وبكشمير أختنا تتهاوى ** والمغني يقلد الأوساما

وفلسطين لا تحب السكارى ** وربى القدس لا تريد النياما

ولو أن الغناء يبعث رجلاً ** هوت الكأس من يديه حطاما

يسكر الناس بالضلال ويغوي ** وتسقّي من راحتيه المداما

> পূর্বতারকারা অস্তমিত হয়েছে। জেগে ওঠো হে প্রিয়তমা! তোমার প্রেমের তৃষ্ণা বুকে দিকভ্রান্ত তীর্থ দল, হায় মদের পেয়ালা নিয়ে গানে মত্ত। অথচ দীন আমাদের

ভূখণ্ডগুলোতে ক্ষতবিক্ষত। ঘরের সীমানায় বাঁশির আওয়াজই হয়েগেল আমাদের নিকট আযান, আর নিকৃষ্ট মনে করছি আমাদের ইমাম-মুয়াজ্জিনদের। কাশ্মিরে আমাদের বোনেরা সম্ভ্রম হারায়, আর এদিকে গায়ক গানের মহড়া দেয়। ফিলিস্তিন ঘৃণ্য মাতালদের ভালোবাসে না। আল্লাহ্‌র শপথ! কুদস অলস নিদ্রাবিভোরদের প্রতি আগ্রহ রাখে না। যদি এই গান কোনো ব্যক্তিকে প্রেরণ করে, তাহলে তার হাত থেকে মদের পেয়ালা খণ্ডবিখণ্ড হয়ে পড়বে। জাতি ভ্রষ্ঠতা আর বিভ্রান্তিতে মত্ত, আর তুমি গায়িকার দুহাত থেকে সাদরে মদ পান করে চলছ।

কুরআন ও হাদিসে গান শব্দের ব্যবহার

যত ধরণের গান রয়েছে, কুরআন সুন্নাহর নিরিখে সবধরণের গানের মাঝে স্পষ্টত গোমরাহি এবং বিভ্রান্তি বিদ্যমান। কুরআন-হাদিসে এই গানবাদ্যকে বিভিন্ন শব্দে ব্যবহার করা হয়েছে। যথা-

اللهو-অযথা। اللغو-অনর্থক। الباطل-অসত্য, বাতিল। الزور-মিথ্যাচার। المكاء-শিস। التصدية-করতালি। رقية الزنا-ব্যভিচারের মাধ্যম। وقرآن الشيطان-শয়তানের পঠন। منبت النفاق في القلب -অন্তরে কপটতা বা নেফাক সৃষ্টিকারী। الصوت الأحمق -নির্বোধ আওয়াজ। الصوت الفاجر-অশালীন আওয়াজ। صوت الشيطان-শয়তানের ধ্বনি। مزمور الشيطان- শয়তানের বাশি। السمود-গান বিনোদন।

أسماؤه دلت على أوصافه ** تبا لذي الأسماء والأصاف

তার নামগুলোই তার গুণবৈশিষ্টের প্রমাণ বহন করে, এমন নাম ও গুণধারী বস্তু ধ্বংস হোক।

গানের পরিবেশে কানে আঙ্গুল দিন

ইমাম এবং পূর্ববর্তী উলামাগণ থেকে গান সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন সংক্রান্ত অসংখ্য উক্তি বর্ণিত রয়েছে। মুসনাদে বর্ণিত আছে, ইবনে উমর রাযি. একদিন কোনো প্রয়োজনে বাইরে বের হলেন। পথিমধ্যে রাখালের বাঁশির আওয়াজ শুনে কানের ভেতর আঙ্গুল দিয়ে সেই পথ অতিক্রম করলেন।

আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলুন তো দেখি, সেই যুগের বাঁশির আওয়াজ এড়িয়ে চলা এবং তা হারাম হওয়ার চেয়ে বর্তমান যুগের গান হারাম হওয়া এবং পরিত্যাগ করা অধিক যুক্তিসংঙ্গত নয় কী? যেখানে গায়ক-গায়িকারা সুরের তালে গান করে অন্তরকে মোহাবিষ্ট করে এবং অদৃশ্যের সর্বজ্ঞাত আল্লাহর স্বরণ থেকে অন্তরকে বিমুখ করে রাখে।

পুত্রের প্রতি পিতার উপদেশ

উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ. পুত্রদের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, তোমাদের গান সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করছি, তোমাদের গান সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করছি, তোমাদের গান সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করছি। গান শ্রবণ করলে আল্লাহ তাআলা কুরআনকে ভুলিয়ে দেন। তিনি তার সন্তানকে এই মর্মে চিঠি লেখেন; সর্বপ্রথম যে আদবটি মনে রাখবে সেটি হলো কিছু অনর্থক বিষয় রয়েছে যেগুলোর সূচনা শয়তানে পক্ষ থেকে, আর তার শেষ পরিণাম রহমানের গজব। বিশ্বস্ত আহলে ইলম সূত্রে আমি জানতে পেরেছি, বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ, গান শ্রবণ এবং গানের প্রতি আসক্তি অন্তরে কপটতা সৃষ্টি করে, যেমনি করে পানি পেয়ে তৃণঘাস গজিয়ে ওঠে। *(উমর ইবনে আব্দুল আজিজ : মাআলিমুল ইসলাহ ওয়াত তাজদিদ ৩/৪৬০)*

গানের হুকুম

এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাস রাযি.-এর নিকট এসে বলল, আপনি কী বলেন? গান হারাম? না কি হালাল?

উক্ত ব্যক্তি তৎকালীন আরবদের গান সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। যেসকল গানে বাদ্যযন্ত্র, ছবি, ভিডিও নগ্নপোষাক এবং মাতিয়ে তোলা নাচ বা ড্যান্স বলতে কিছু ছিল না।

হে ইবনে আব্বাস! মরুভূমির বেদূঈনরা যে গান গায় তা হালাল না কি হারাম?

ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন, হক-বাতিল দুটি বিষয় নিয়ে ভেবে দেখেছ? কিয়ামত দিবসে কোন পক্ষে থাকবে এই গান?

লোকটি উত্তর দিলো বাতিলের সাথে থাকবে।

ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, তাহলে পথভ্রষ্ঠতা ছাড়া আর কী বাকি রইল? যাও তুমি নিজেই নিজের ফতোয়া দিয়ে দিয়েছ?

আর আবু বকর রাযি. গানকে শয়তানের বাঁশি বলে আখ্যায়িত করেছেন। জনৈক ব্যক্তি ইমাম মালেক রহ.কে গান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমাদের মতে কেবল ফাসেকরাই গান করে থাকে।

ইমাম আহামদ বিন হাম্বল রহ.কে গান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, গান অন্তরে কপটতা আর নেফাক সৃষ্টি করে। আর আমাকে তা আকৃষ্ট করতে পারে না।

ইমাম শাফেয়ি রহ. গানকে দিয়াসাহ তথা বেহায়াপনা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা রহ. গান হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছেন। আর তার শিষ্যগণ গানশ্রবণ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে আরও কঠিন মতামত পেশ করেছেন।

তারা বলেন, গানশ্রবণ করা পাপাচার, আর গান উপভোগ করা কুফরি।

উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ. বলেন, গানের সূচনা শয়তানের পক্ষ থেকে এবং তার শেষ পরিণতি রহমানের ক্রোধ-অসন্তুষ্টি।

এমনটি কেন হবে না, অথচ গান মনকে প্রত্যেক খারাপ কাজে উস্কানি দেয়, আর কামুক বা কামীনির মিলন পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

فهو والخمر رضيعا لبان ** وهما في القبائح فرسا رهان

গান ও মাদকের সৃষ্টি একই গ্রাহকের জন্য। অশ্লীলতা ও
বেহায়াপনার ক্ষেত্রে দুটোই সমান।

এসো অশ্লীলতার দিকে

যখন কেউ গান শ্রবণ করে তার লজ্জাশরম কমে যায়। এতে শয়তান আনন্দিত হয়। তার ঈমান আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করতে থাকে। কুরআন তার কাছে বোঝা হয়ে যায়।

আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন, গান শ্রবণকারী গানের তালে তালে মাথা দোলাচ্ছে, কাঁধ কাঁপাচ্ছে, হাত-পা নাড়ছে, করতালি দিচ্ছে, উহ! আহ! শব্দ করে মনবেদনা প্রকাশ করছে, শিস দিচ্ছে, কখনো বা পাগলের মতো চিৎকার করছে। তারা একপ্রেমিক আরেক প্রেমিককে লক্ষ্য করে বলে,

أتذكر ليلة وقد اجتمعنا ** على طيب الغناء إلى الصباح

ودارت بيننا كأس الأغاني ** فأسكرت النفوس بغير راح

فلم تر فيهم إلا سكارى ** سرورا والسرور هناك صاحي

إذا نادى أخو اللذات فيه ** أجاب اللهو : حيَّ على السفاح

ولم نملك سوى المهجات شيئاً ** أرقناها لألحاظ الملاح

প্রিয়! তোমার কি সেই রাতের কথা মনে পড়ে, যে রাতে আমরা সকাল নাগাদ একটি সুন্দর গানের আড্ডায় সমবেত হয়েছিলাম। আমাদের মাঝে গানের পেয়ালা ঘুরাঘুরি করছিল। হৃদয় অস্থিরভাবে মাতাল হয়ে পড়েছিল। ফলে তাদের মাঝে কেবল মাতালদেরই তুমি দেখতে পেরেছিলে। আর সেখানে ছিল উল্লাস, হৈ-হুল্লোড় ও শীতকার। যখন সেখানে ভোগের তাড়না আহ্বান করে, অনর্থক বিনোদন সাড়া দিয়ে বলে, এসো অশ্লীলতার দিকে এসো! আর আমরা এই অন্তর ছাড়া আর কিছুরই মালিক নই। কোমনীয় আনন্দঘন মুহূর্তের কামনায় তাকে জাগ্রত করে রেখেছি দীর্ঘরাত।

গান লজ্জা কেড়ে নেয় ও কামভাব সৃষ্টি করে

ইয়াযিদ বিন আল ওয়ালিদ বলেন, হে বনি উমাইয়া! তোমরা গান থেকে দূরে থাক, কেননা গান লজ্জাশরম কেড়ে নেয়, কামনা বৃদ্ধি করে এবং আভিজাত্য বিনাশ করে। আর নিশ্চয় তা মদ্যপানের প্রতিনিধিত্ব করে এবং নেশার মতই মাতলামী সৃষ্টি করে। আর এই গান যিনা-ব্যভিচারের অবতারণা করে।

সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিক একদিন গানের আওয়াজ শুনতে পেলে ক্রোধান্বিত হয়ে গায়কদের সমবেত করে বললেন, নিশ্চয় ঘোড়া হ্রেষা ধ্বনি দিলে ঘোটকী তার জন্য পজিশন গ্রহণ করে। তথা পুরুষ ঘোড়া হ্রেষা ধ্বনি দিলে মাদি ঘোড়া তা শুনে সহবাসের প্রস্তুতি নেয়।

وإن الفحل ليهدر فتضبع له الناقة

وإن التيس لينبّ فتستحرم له العنز

وإن الرجل ليتغنى فتشتاق له المرأة ا

> পুরুষ উষ্ট্রী কামাতুর সুরে ডাকে আর নারী উষ্ট্রী তার জন্যে প্রস্তুত হয়। পাঠা কামোত্তেজনাকালে ডাকাডাকি করে, আর বকরি তার জন্যে নিজেকে পবিত্র মনে করে। পুরুষ গান করে আর নারী তার প্রতি আসক্ত হয়ে যায়।

পূর্বসুরীগণ বলেন, গান অন্তরে কপটতা সৃষ্টি করে, আর জাতির মাঝে ঔদ্যত্ব, মিথ্যাচার, অশালীনতা এবং কামভাব সৃষ্টি করে। জ্ঞানীরা গানকে ঘৃণা করেন।

গান যিনার প্রারম্ভ

মা'মার বিন আল-মুসান্না বলেন, হুতাইয়া কবি তার কন্যাদের নিয়ে ভ্রমনে বের হলেন। পথিমধ্যে বনি কালবের একটি গোত্রের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন। কবি তাদের অমার্জিত কিছু দেখে ব্যঙ্গরচনা করবে- এ ভয়ে গোত্রপ্রধানরা তার কাছে এসে বলল, হে আবু মুলাইকা! আমাদের আঙ্গিনায় আপনার ধূলিময় পদচারণায় আমাদের ওপর আপনার পাওনা বেড়ে গেছে। আপনার যা ইচ্ছে আমাদের নির্দেশ করুন আমরা তা পালন করব। আপনার

যা অপছন্দ তাও বলে দিন, আমরা তা থেকে বিরত থাকবো। তিনি বললেন, তোমরা আমার নিকট এত বেশি আনাগোনা করো না; ফলে আমাকে আকৃষ্টি করে ফেলবে এবং আমাকে তোমাদের যুবতীদের গান শুনিয়ো না, কেননা গান যিনা-ব্যভিচারের মাধ্যম বা যিনার মন্ত্র। তা ছাড়া এখানে যুবতী মেয়েরা বিদ্যমান আছে।

আরবদের মাঝে প্রসিদ্ধি ছিল, যখন কোনো পুরুষ কোনো নারীকে কুকর্মের প্রস্তাব দিত, আর সে নারী অস্বীকার করে বসত, তখন পুরুষ লোকটি নারীকে গানের আওয়াজ শুনানোর চেষ্টা করত। এতে নারী তার গানের আওয়াজ শুনে আকৃষ্ট হয়ে যেত এবং কু-কর্ম করা তার পক্ষে সহজ হয়ে যেত।

সর্বসম্মতভাবে গান হারাম

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, গান বৈধ হওয়ার কথা বলা ইমাম চথুষ্ঠয়ের ওপর মিথ্যাচার। কারণ গানবাদ্যের সরঞ্জামাদি, বাদ্যযন্ত্র তথা ঢোল-তবলা ইত্যাদি হারাম হওয়ার ব্যাপারে চার ইমাম ঐকমত পোষণ করেছেন। *(মিনহাজুস সুন্নাহ আন নাবাবিয়া : ২১৫/৩)*

ইমাম কুরতুবি, ইমাম তাবারি, ইবনুস সালাহ, ইবনে রজব হাম্বলি, ইবনুল কাইয়ুম, ইবনে হাজার প্রমুখ বিখ্যাত মনিষীগণ গানবাদ্য হারাম হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। এমন মহামনিষীদের উক্তি উপস্থাপনের পরও কি এই মহামারী গান বৈধ হওয়ার আরও কোনো উক্তি বিদ্যমান আছে?

এতসব উক্তি বর্ণনার পরও কি কোনো দার্শনিক এ কথা বলে বেড়াবে যে, গান মূলত দুই প্রকার। এক. যে সকল গানে অশ্লীলতা ও অশালীনতা বিদ্যমান সেসব গান জায়েয নেই। দুই. যে সকল গান অশ্লীলতা ও অশালীনতা মুক্ত সেগুলো জায়েয।

বিখ্যাত মনিষীদের অসংখ্য উক্তি উপস্থাপনের পরও কি এমন তরল মতামত গ্রহণ করা যায়? এমন মতামত গ্রহণের অর্থ হলো নিজেকে কামপ্রবৃত্তির দিকে ঠেলে দেয়া। আল্লাহর কাছে কামপ্রবৃত্তির বক্রাচার ও তার আধিপত্য থেকে পানাহ চাই।

গান এক মহামারী

বর্তমানে তো গান এক মহামারী ও মরণব্যধি। তা প্লাবনের রূপ ধারণ করেছে। অধিকন্তু তাতে বেশ্যা-বারাঙ্গনাদের আপত্তিকর ছবি যুক্ত থাকে, গান চলাকালে প্রত্যেক গায়ক সঙ্গীতশিল্পীর চারপাশে নর্তকীদের একটি দল নাচতে থাকে আর গানের সাথে সুর মিলাতে থাকে। অনুরূপভাবে গায়িকার চারপাশে পুরুষদের একটি দল হেলেদুলে নাচতে থাকে গাইতে থাকে।

আহ! উম্মাতুল ইসলাম! এধরণের অবৈধ মেলামেশা, নগ্ন নৃত্য, বক্ষ উন্মোচন, গোমটা খোলার অনুমতি কে দেয়? তা ছাড়া অধিকাংশ গানের আড্ডায় মদ্যপান ও নেশা গ্রহণের বিষয় তো আছেই। সাধারণত গান নিকৃষ্টতমা বারাঙ্গনা ও পেশাদার নৃত্যসংগীত পরিবেশকদের আপত্তিজনক নগ্নতা এবং খোলামেলা উপস্থাপন থেকে খালি নয়। আর গান আড্ডা বা কনসার্ট সমাপ্তিতে যিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া সে আর কী বলব? আহ! নিকশ অন্ধকার কতক কতকের ওপরে! এমন জঘণ্যতম পাপকাজে গায়ক, বাদক ও শিল্পীদের পেছনে অঢেল সম্পদ খরচ করা, মিলনায়তন বা হলরুম ভাড়া করা, অনুষ্ঠানাদির ব্যয় বহন করা চরম নির্বুদ্ধিতা এবং অপচয়। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا إِخْوَانَ الشَّيٰطِينِ ۖ

নিশ্চই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই। *(সুরা বনি ঈসরাইল : ৭)*

এগুলো হলো আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু। অতএব তোমরা বাড়াবাড়ি করো না। আর এসকল হারাম কাজ তার সীমারেখা, সুতরাং তোমরা সেই সীমা অতিক্রম করো না । মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

কোন কোন বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে হবে সে কথা পরিস্কারভাবে না জানিয়ে কোনো সম্প্রদায়কে হেদায়ত প্রদানের পর গোমরাহ করা আল্লাহর নীতি নয়। *(সুরা তাওবাহ : ১১৫)*

পূর্ববর্তী যুগের গান হারাম হওয়ার তুলনায় কি বর্তমান যুগের গান হারাম হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত নয়?

ইবনে আব্বাস রাযি. গান হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। ইবনে মাসউদ রাযি. গান সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেছেন। যাবের ইবনে আব্দুল্লাহ গানকে অনর্থক কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। মাকহুল, মুজাহিদ, ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়ুম প্রমুখ মনিষীগণ গানের ব্যাপারে একই রকম অবস্থানে রয়েছেন, একই রকম মতামত পেশ করেছেন।

বর্তমান বিশ্বের আলেম-উলামাগণ, প্রত্যেকেই গানের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর। সবাই গান সম্পর্কে ভীতিপ্রদর্শন করে আসছেন এবং প্রত্যেকেই হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছেন। এ সকল বিশ্ববরেণ্য উলামায়ে কেরামের কথায় যদি আপনার তৃপ্তি না হয়, তাহলে কার কথায় তৃপ্তি হবে?

জনৈক সাহাবার প্রতি নবীজির ﷺ সতর্কবার্তা

বর্ণিত আছে রাসুলুল্লাহ ﷺ কোনো সফরে ছিলেন। তার সাথে একজন হুদিগায়ক ছিল। সে উষ্ট্রি দ্রুত সঞ্চালনের জন্য গান গাইত অর্থাৎ সুমিষ্ট সুরে কবিতা আবৃত্তি করত। গায়কের নাম ছিল আনজাসা। সে খুব চমৎকার সুরে গান গাইত। যখন সে গান-কবিতা আবৃত্তি শুরু করল এবং কণ্ঠস্বরের মাত্রা বৃদ্ধি করে দিল, রাসুলুল্লাহ ﷺ কাফেলার শেষ প্রান্তে রমনীগণ শুনে ফেলবে এ আশংকায় আনজাসাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আনজাসা! আস্তে আস্তে! রমণীদের প্রতি সদয় হও!

গানের বিস্তার শাস্তির আগমন

ইবনুল কাইয়ুম রহ. বলেন, আমরা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যে বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছি, আর এটা আমাদের অভিজ্ঞতা যে, কোনো জাতির মাঝে যখনই বাদ্যযন্ত্র, অনর্থক কাজের সরঞ্জামাদি প্রকাশ ও বিস্তৃতি লাভ করেছে, আর তারা তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, ঠিক তখনই আল্লাহ তাদের ওপর শত্রু নিযুক্ত করে দিয়েছেন। দুর্ভিক্ষ ও পাপিষ্ঠ শ্বাসক দ্বারা পরীক্ষা করেছেন। *(মাদারিজুস সালিকিন ১৩/২০)*

কবির আর্তনাদ

فدع صاحب المزمار والدف والغنا ** وما اختاره عن طاعة الله مذهبا

ودعه يعش في غيه وضلاله ** على تنتنا يحيا ويبعث أشيبا

وفي تنتنا يوم المعاد تسوقه ** إلى الجنة الحمراء يدعى مقربا

سيعلم يوم العرض أي بضاعة ** أضاع وعند الوزن ما خف أو ربا

ويعلم ما قد كان فيه حياته ** إذا حصلت أعماله كلها هبا

دعاه الهدى والغى من ذا يجيبه ** فقال لداعي الغى : أهلا ومرحبا

وأعرض عن داعي الهدى قائلا له ** هواى إلى صوت المعازف قد صبا

يراع ودف بالغناء وراقص ** وصوت مغن صوته يقنص الظبا

إذا ما تغنى فالظباء تجيبه ** إلى أن تراها حوله تشبه الدبا

فما شئت من صيد بغير تطارد ** ووصل حبيب كان بالهجر عذبا

فيا آمري بالرشد لو كنت حاضرا ** لكان توالي اللهو عندك أقربا

সুতরাং তুমি গায়ক ও বাদকদেরকে পরিহার করে চল এবং তারা আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে যেই পথ গ্রহণ করেছে তা বর্জন কর। তাকে তার গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার মাঝে থাকতে দাও, সে গানের মাঝে বাঁচবে এবং বৃদ্ধ হয়ে পুনরুত্থিত হবে। সে কিয়ামতের দিন জানতে পারবে, কোন পণ্য সে ধ্বংস করেছে এবং মিযানের পাল্লায় সে জানতে পারবে, কোনটি লাভজনক ও কোনটি ক্ষতিকর। যখন তার সব আমল ধুলিস্মাৎ হয়ে যাবে, তখন সে বুঝতে পারবে তার জীবন কোন কাজে ব্যয় হয়েছে। (জীবদ্দশায়) হেদায়াত ও গোমরাহী উভয়টিই তাকে ডেকেছিলো; কিন্তু সে সন্দিহান ছিল কোনটির ডাকে সাড়া দিবে। অতঃপর সে ভ্রষ্টতাকে বলল, স্বাগতম! স্বাগতম! আর হেদায়েতের আহ্বান থেকে এই বলে বিমুখ হলো,

আমার মনের আসক্তি গান বাদ্যের দিকে! আর গায়কের সুর সবসময় হরিণীকে শিকার করে বেড়ায়। যখন সে গান গায়, হরিণী তার ডাকে সাড়া দেয়। এমনকি তুমি হরিণীকে তার পাশে হামাগুড়ি দিয়ে আসতে দেখবে। তুমি কি তাড়া করা ছাড়া শিকার ধরতে চাও ও বন্ধুর সাথে মিলিত হতে চাও? ওহে হেদায়েতের আদেশ দানকারী! যদি তুমি আমার জায়গায় থাকতে, তাহলে জীবন উপভোগ করাকেই তোমার কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হতো।

গানে আল্লাহ-রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ

গানের অনেক বাক্যে আল্লাহ ও তার রাসুলের সাথে বিরুদ্ধাচারণমূলক শিরকে আকবার, শিরকে আসগর এবং নবী-রাসুলগণের অবমাননাকর বিষয় থাকে। বিশ্বপালনকর্তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা, তাকদীর নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা, বাড়াবাড়ী করা ইত্যাদি মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস পরিপন্থি বিষয়ের প্রচার প্রসার করা হয় এই গানে। এক কবির কবিতায় সুস্পষ্ট কুফরি বাক্য পরিলক্ষিত হয়, সে বলে-

جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ** ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت

وسأبقى سائراً فيه إن شئت هذا أو أبيت!!

كيف جئت ؟ كيف أبصرت طريقي ؟ لست أدري !!

আমি জানি না কোথা থেকে এসেছি, তবু এসেছি। সামনে পথ পেয়েছি, আর হাটা শুরু করেছি, আমি অবিরাম চলতে থাকব। এ পথ মানি আর না মানি, কীভাবে আসলাম আর কীভাবে এ পথ পেলাম তা আমার জানা নেই!

আবার কেউ বলে,

لبست ثوب العيش ولم أستشر تعني خلقني ربي وما استشارني!!

> জীবন পোষাকে আচ্ছাদন করেছি, কিন্তু তার কোনো দিকনির্দেশনা পাইনি।

অর্থাৎ আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করছেন কিন্তু আমাকে দিকনির্দেশনা দেননি। এসমস্ত গায়ক -কবি সম্প্রদায় প্রেমাষ্পদের জন্য উপাসনা, আর তার জন্যই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার বিষয়টি তাদের গান-কবিতায় সুস্পষ্ট করে ব্যক্ত করে থাকে। তারা এমনও বলে ফেলে যে, আল্লাহ তাদেরকে প্রেমিকের প্রেমের জন্য সৃষ্টি করছেন, যেমন কোনো এক ব্যক্তি তার প্রেমিকাকে লক্ষ্য করে বলে,

عشت لك وعلشانك

তোমার জন্য আর তোমার মাহাত্বের জন্যই বেঁচে আছি।

অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

> আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার ইবাদত-বন্দেগি আমার জীবন, আমার মরণ একমাত্র বিশ্ববিধাত্রী আল্লাহরই উদ্দেশে। *(সুরা আনআম : ১৬২)*

গানে প্রেয়সীর অর্চনা

অনেক গায়ক আছে, যারা গানের মাঝে প্রেয়সী অর্চনার বিষয়টি ফুটিয়ে তোলে,

أعشق حبيبي وأعبد حبيبي أنا أعبدك

আমি আমার প্রিয়াকে ভালোবাসি এবং তার অর্চনা করি।

আবার কেউ বলে, প্রিয়! আমি তোমার ইবাদত করি, তুমি আমার ইবাদত বুঝলে তোমার নিকট আমার ভালোবাসা বৃদ্ধি পেত।

গানে কুফরি বাক্য

অনেক প্রেমিক আল্লাহর ওপর মিথ্যাচার করে, বিরোধীতা করে। তার শানে নেতিবাচক বাক্য ব্যবহার করে। সে তার প্রেমিকাকে বলে,

الله أمر لعيونك أسهر

আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন তোমার জন্য রাত জেগে থাকি।

কী অদ্ভুদ ব্যাপার ! অথচ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۸﴾

আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আল্লাহ অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে এমন কথা বল, যা তোমরা জানো না। *(সুরা আরাফ : ২৮)*

আর নবী-রাসুলদের ব্যাপারে তাদের বাড়াবাড়ি হলো, প্রেমাস্পদের বিরহব্যথায় তারা বলে,

صبرت صبر أيوب وأيوب ما صبر صبري

আমি আইয়ুবের মতো ধৈর্যধারণ করেছি, কিন্তু আইয়ুব আমার মতো ধৈর্যধারণ করেনি।

আল্লাহ তাআলার একজন সম্মানিত রাসুলের শানে এমন নগ্ন বাড়াবাড়ি; যাকে আল্লাহ বছরের পর বছর পরীক্ষা করেছেন, আর তিনি অসীম ধৈর্য ধারণ করেছেন। তার এই ধৈর্যধারণের প্রশংসা করে আল্লাহ নিজেই বলেন

اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿۴۴﴾

নিশ্চয় আমি তাকে ধৈর্যশীল পেয়েছি, কতইনা উত্তম বান্দা! নিশ্চয় সে প্রত্যাবর্তনকারী। *(সুরা সাদ : ৪৪)*

আল্লাহর সিদ্ধান্ত, তাকদির ও তার প্রভুত্ব নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ এবং প্রশ্নবিদ্ধ করার দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায় এসকল গায়ক, কবি সাহিত্যকদের কথায়। যথা,

ليه القسوة ؟ ليه الظلم ؟ ليه يا رب ليه ؟

কেন এতো নিষ্ঠুরতা? কেন এতো যুলুম? কেন হে প্রভু! কেন?

এভাবেই গায়ক আল্লাহর ওপর মিথ্যাচার, রুঢ়তা, অত্যাচারের অপবাদ দেয়। এর গায়ক বর্তমানে মাটির নিচে শায়িত। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত তার সাথে কীরূপ আচরণ করা হচ্ছে? আল্লাহ তাআলা তার পরিণতি ভালো করুন এবং দুনিয়া ও আখেরাতের মাঝে পর্দা টেনে দিন।

প্রেমাষ্পদের সাথে জাহান্নামে যেতে প্রস্তুত-এমন কথাও অনেক প্রেমিক প্রকাশ করে।

يا تعيش وإياي في الجنة يا أعيش وإياك في النار

بطلت أصوم وأصلي بدّي أعبد سماك

لجهنم ماني رايح إلا أنا وإياك

হে প্রিয়! তুমি বাহিরে আর আমি স্বর্গে বাস করব অথবা আমি বাহিরে আর তুমি নরকে বাস করবে!! আমার সালাত, সওম সব বাদ। ছাড়ো, আমি তোমার নামের অর্চনা করি। আমি এবং তুমি একত্রে না থাকলে জাহান্নামও স্বস্তি পাবে না।

আবার কেউ বলে,

خذي لك الجنة وعطيني النار** ما دام هذا كل ما تشتهينه

بل حتى منزلة الشهداء** الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون

ادعوا الوصول إليها بالغناء

প্রিয়া! তুমি তোমার জান্নাত নিয়ে নাও আর আমাকে জাহান্নাম দাও, যে পর্যন্ত আমাকে জাহান্নাম আকর্ষণ করবে। তুমি জান্নাতে সেসব শহীদানের মর্যাদায় পৌঁছে যাও! যারা জীবিত এবং রবের পক্ষ থেকে যাদেরকে রিযিক প্রদান করা হয়। গানের উসিলায় জান্নাতে পৌঁছার দোয়া করো।

অনেক জ্যোতিষী উপদেশ দিয়ে বলে, বৎস! প্রেমিকের জন্য জীবন উৎসর্গ করা মানে শহীদি মৃত্যু। তাদের আকীদা-বিশ্বাসেও রয়েছে বেশ সমস্যা। যেমন তারা বলে,

قالت والخوف بعينيها ** تتأمل فنجاني المقلوب

قالت يا ولدي لا تحزن ** فالحب عليك هو المكتوب

ভীরু ভীরু চোখে আশা ও ভয় নিয়ে প্রেয়সী বলল, একটু ভেবে দেখ এবং হৃদয়ের জ্বালা থেকে আমায় মুক্তি দাও। জ্যোতিষী বলল বৎস! বিষণ্ন হয়ো না, তোমার প্রতি তার ভালোবাসা তো লিপিবদ্ধ রয়েছে।

অর্থাৎ, যখন কোনো লম্পট পণ্ডিত কিংবা গণক নারীর সামনে বসে, তখন এধরণের অশালীন বাক্যাবলী ব্যবহার করে। গণক মন্ত্র পাঠ করে কাপে ফুঁক দেয় আর নিজেকে অদৃশ্যজ্ঞানের অধিকারী বলে দাবি করে।

গানে সৃষ্টির কাছে সাহায্য চাওয়া

অনেক গানের মাঝে আল্লাহকে বাদ দিয়ে সৃষ্টির কাছে সাহায্যের আবেদন করা হয়। আল্লাহকে ছাড়া সৃষ্টির নামে শপথবাক্য ব্যবাহর করা হয়। অথচ রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি অল্লাহকে ছাড়া অন্যের নামে শপথ করল সে আল্লাহর সাথে কুফরি করল অথবা শিরিক করল। *(তিরমিযি শরিফ : হাদিস নং- ১৫৩৫)*

গায়কদের একটা চিরাচারিত অভ্যাস হলো যমানাকে গালিগালাজ করা, কেয়ামতকে গালিগালাজ করা, জীবনকালকে গালিগালাজ করা ইত্যাদি। অথচ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী হলো, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমিই যমানা, তোমরা যামানাকে গালি দিয়ো না।

তাদের বাড়াবাড়ির মাত্রা এত বেশি যে তারা গানের মাধ্যমে লওহে মাহফুযে (সংরক্ষিত ফলক) লিখিত তাকদিরকেও অমান্য করে।

কাওকাবুশ শারক্ব-এর কথাটা একটু ভেবে দেখুন–

ما أضيع اليوم الذي مرّ بي ** من غير أن (أصلي وأصوم) ؟ لا

من غير أن (أتقرب إلى الله)؟ لا **من غير أن أهوى وأن أعشق

আমার জীবনের যে সময়টুকু নামাজ-রোজা এবং আল্লাহর নৈকট্য ছাড়া অতিবাহিত করছি তা নষ্ট করছি না, বরং নষ্ট

> করছি সে সময়টুকু, যে সময়টুকু আমি প্রেম-ভালোবাসাহীন কাটাচ্ছি।

উর্পযুক্ত কবিতায় কবি কামপ্রবৃত্তি, মনোরঞ্জন আর প্রেম-ভালোবাসায় যে দিনকাল অতিবাহিত করছে না, তার ওপর আক্ষেপ-আফসোস করার কথা ব্যক্ত করছেন।

অনেক যুবক চরিত্রহীন বান্ধবীদের নিয়ে প্রেম কবিতা রচনা করেই ক্ষান্ত হয় না বরং সে বহুগামী ললনাদের অপেক্ষায় ওঁত পেতে থাকে, যে সকল যুবতী তার জন্য হারাম। সে প্রেম নিবেদন করে বলে,

قف بالطواف ترى الغزال المحرمَ ** حج الحجيج وعاد يقصد زمزمَ

> হেরেমের নিষিদ্ধ হরিণীদের দেখতে চাইলে
> তাওয়াফকারীর নিকট থামো, হাজিরা হজ করে চলে যায়;
> কিন্তু পূনরায় যমযমের তামান্নায় ফিরে আসে।

অর্থাৎ, বায়তুল্লাহ'র তাওয়াফকারীদের জন্য হেরেমের হরিণ শিকার করা নিষিদ্ধ, কিন্তু দেখা হারাম নয়। সুতরাং তুমি যদি গায়রে মাহরাম নারীদের উপভোগ করতে চাও তাহলে তুমি তাওয়াফকারীদের পাশে দাঁড়াও। হাজিরা চলে যাওয়ার পরও যেমন যমযমের লোভে বারবার ফিরে আসে, তেমনি তুমি নিষিদ্ধ বস্তুর স্বাধ উপভোগের লোভে বারবার ফিরে আসতে চাইবে।

লক্ষ্য করুন! দয়ালু আল্লাহর প্রতিনিধির শানে কেমন অশালীন কবিতার উপস্থাপন? উপর্যুক্ত কবিতার অবশিষ্টাংশ আরও জঘন্য।

কোনো কোনো গানে তো কবর, মৃত্যু এসব নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়েছে। এক বিখ্যাত গায়ক তার কোনো এক গানে বলে,

আমি আমার পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধবদের ওসিয়ত করে যাচ্ছি, আমার মৃত্যুর সময় তারা যেন আমার কবরে বীণা ও সারঙ রেখে দেয়।

অনেক গায়ক গানে কুফরি বাক্য ব্যবহার করে, কুরআন নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, দয়াময় আল্লাহর নামে গান করে, আর গানের সাথে বাঁশি ঢোল-তবলা ইত্যাদি বাজায়।

কেউ তো বলে, তোমার প্রেম নরকতুল্য, তুমি জানো নরক কী জিনিস?

গায়ক সমাচার

আসলে এসকল গায়ক সম্প্রদায় চরম বাড়াবাড়ি এবং সীমালঙ্ঘন করে। একটু চিন্তা করুন, এসকল গান-সঙ্গীত কোন শ্রেণীর মানুষ রচনা করে? ইবনে তাইমিয়া? ইবনুল কাইয়্যূম, ইবনে বায? কক্ষণও না। অধিকন্তু এসকল গান রচনা করে লম্পট প্রকৃতির কবি সাহিত্যিক, নির্লজ্জ প্রেমিক, চরিত্রহীন ধোকাবাজ, পথভ্রষ্ঠ। যারা কখনো আল্লাহর সামনে নত হয় না। লেখক খ্রিস্টান, সুরকার ইহুদি, আর কণ্ঠশিল্পী চরিত্রহীন গায়ক/গায়িকা। বিশ্বাস না হয় খোঁজ নিয়ে দেখুন। বাজারের ক্যাসেটগুলো মোড়ক উল্টিয়ে দেখুন এবং শিল্পীদের নামের তালিকা পড়ুন। অনেককেই পাবেন খ্রিস্টান। সে আরব রাষ্ট্রেরও হতে পারে আবার ভিন্ন রাষ্ট্রেরও হতে পারে। আবার অনেক শিল্পী ধর্মনিরপেক্ষ, কাফের ও পাপিষ্ঠ। যারা সালাত আদায় করে না। ধর্মের প্রতি যাদের কোনো সম্মানবোধই নেই। এখানে নাম উল্লেখ করা সমীচীন বোধ করছি না, অন্যথা তাদের নাম ধরে ধরে উল্লেখ করতাম।

হে বন্ধুগণ! এই হলো গান গায়ক-শিল্পীদের পরিস্থিতি। বাদ্যযন্ত্র; বাঁশি, ঢোল-তবলা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা আর উদাসীনতায় যারা দিনরাত নিমজ্জিত।

ইহ জগতে শ্রবণ করো না, পরকালে বঞ্চিত থাকবে

এই গান থেকে তাওবা করে আসমান-জমিনের মালিকের ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি আগ্রহী হওয়ার উপায় হলো, পরকালের প্রতি আগ্রহী হওয়া। যাতে রয়েছে যাবতীয় সম্ভোগ উপকরণ। তো আমাদের সেই স্থায়ী জগতে শ্রবণসম্ভোগের বিষয়টি প্রাধান্য দেয়া উচিত, কেননা যে এই নশ্বর পৃথিবীতে

নিজের শ্রবণকে হারাম কাজে ব্যবহার করবে, সে চিরস্থায়ী জগতের শ্রবণেন্দ্রীয় সম্ভোগের সুখ থেকে বঞ্চিত থাকবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> مَنْ يَلْبِسُ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبِسْهُ فِي الْآخِرَةِ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ.
>
> যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমি কাপড় পরিধান করবে সে আখেরাতে তা পরিধান করা সুযোগ পাবে না। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ্যপান করবে সে পরকালে মদ্যপান করার সুযোগ পাবে না। *(মুসনাদে আহমাদ হাদিস নং ১২৪)*

পার্থিব জগতের নিষিদ্ধি উপভোগ আর স্থায়ী জগতের স্থায়ী উপভোগ কখনো কি এক হতে পারে? দুনিয়াতে যে নিষিদ্ধ রেশমী কাপড় পরে মদ্যপান করে, গান শুনে অবৈধ আনন্দ-উল্লাস উপভোগ করে, সে আখেরাতে এসব থেকে বঞ্চিত থাকবে। যে ব্যক্তি জান্নাত এবং জান্নাতে তৈরী ভোগের সামগ্রীক উপকরণের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে চায়, সে এই জাগতিক ভোগবিলাসকে একেবারেই তুচ্ছ মনে করবে ।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ
>
> যেদিন কেয়ামত কায়েম হবে সেদিন মানুষ আলাদা আলাদা দলে ভাগ হয়ে যাবে আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদেরকে একটি বাগানে আরাম আয়েশে রাখা হবে। *(সুরা রুম : ১৪, ১৫)*

উক্ত আয়াতে يُحْبَرُونَ অর্থ উপভোগ এবং শ্রবণবিলাস।

ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, জান্নাতের ভেতর একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ রয়েছে। সে গাছের ছায়াপরিমণ্ডলে একজন পরিশ্রমী অশ্বারোহী হাজার বছর দৌড়াতে

পারবে। অতঃপর জান্নাতবাসীগণ বাইরে বের হবেন। তারা গাছের ছায়ায় বসে খোশগল্প করবেন। তাদের কেউ কেউ দুনিয়ার গান-বাদ্যের কথা স্মরণ করবেন ও তা কামনা করবেন। তখন আল্লাহ তাআলা জান্নাত থেকে একধরণের হাওয়া প্রবাহিত করবেন। যার ফলে উক্ত গাছ থেকে দুনিয়ার সকল সুমধুর সুর ও গান শোনা যাবে। *(আদ্দুরুরল মানসুর ১০/৪৩৪)*

ইবনে আব্বাস বলেন, আল্লাহ তায়ালা এমন বাতাস প্রেরণ করবেন, যা গাছের ডালপালাকে আন্দোলিত করবে এবং তা মানুষের কানে গানের সুরের মতো আওয়াজ সৃষ্টি করবে।

> ওহে প্রকৃত সুরের স্বাদ আস্বাদনকারী! তুমি ঢোল তবলার আওয়াজের বিনিময়ে তা বিনষ্ট করো না। তুমি কি তাদের গানের কথা শোননি, যাতে জান্নাতি হুরগণ সুর ও ছন্দের গান পরিবেশন করবে। কতইনা চমৎকার সেই গান, যা দ্বারা কর্ণকুহর সিক্ত হবে। কতইনা চমৎকার সেই গান, যার উৎকৃষ্ট উপমা হলো গাছের ডালের ফাঁকে চাঁদের লুকোচুরির মতো। কতইনা চমৎকার সেই গান, যার দ্বারা অন্তর উদ্বেলিত হয়। যাতে রয়েছে হৃদয় ছোঁয়া সুর। কতইনা চমৎকার সেই গান, অপূর্ণ ভাষায় তার মুগ্ধতা বর্ণনা করে তোমার কাছে খাটো করতে চাই না। জান্নাতি রমণীদের এমন উৎকৃষ্ট সুর আছে- যার ধারণাই করতে পারে না শ্রোতা। আমরা কোমনীয় চিরকিশোরী, সুন্দর এবং অনুগ্রহ পরায়নে পূর্ণাঙ্গ। আমরা মরব না আমাদের ভয় নেই। আমাদের কোনো ক্রোধ, কোনো ক্ষোভ নেই। ওই ব্যক্তির জন্য সৌভাগ্য, আমরা যার জন্য নিয়োজিত। সৌভাগ্য সেই ব্যক্তির জন্য, যে আমাদের অংশ।

মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির বলেন,

কিয়ামতের দিন একজন ঘোষক এই বলে ঘোষণা করতে থাকবে, কোথায় সে সকল লোক! যারা পৃথিবীতে শ্রবণশক্তি এবং নিজেদেরকে অর্নথক বিনোদন, আড্ডা আর শয়তানের বাঁশি থেকে সংযত রেখেছে। তাদেরকে

সুগন্ধিময় উদ্যানের বাসিন্দা করে দাও। অতঃপর ফেরেশতাদের বলবে, তোমরা তাদেরকে আমার মহিমা ও প্রশংসাবাণী শুনাতে থাক।

ইবনে আবিদ দুনিয়া ইমাম আওযায়ীর সূত্রে বর্ণনা করেন,

আল্লাহ তাআলা ইসরাফিল আলাইহিস সালাম থেকে অধিক কণ্ঠস্বর সম্পন্ন কাউকে সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ তাআলা তাঁকে তিলাওয়াতের নির্দেশ দেবেন এবং শুনতে থাকবেন। তারপর আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি যতক্ষণ থেমে থাকার থেমে থাকবেন। অতঃপর আল্লাহ বলবেন আমার ইজ্জতের কসম, যদি বান্দা আমার বড়ত্বের স্তর জানত, তাহলে আমি ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করত না। *(আল-জামে লিআহকামিল কুরআন ১৪/১২)*

দুনিয়াতে এড়িয়ে চলুন জান্নাতে পাবেন

হাম্মাদ ইবনে সালামা শাহর ইবনে হাওসাবের সূত্রে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় মহান আল্লাহ ফেরেশতাদের বলবেন, আমার বান্দাগণ পৃথিবীতে উত্তম কণ্ঠস্বর ভালোবাসত, কিন্তু আমার জন্যে তা পরিহার করে চলত, সুতরাং তোমরা আমার বান্দাদের গান শুনাও। ফলে তারা এমন সুরে তাসবিহ-তাকবির পাঠ শুরু করবে, যা তারা ইতিপূর্বে কখনো শুনেনি। আর তাদের শ্রবণশক্তিও থাকবে জাগতিক শ্রবণশক্তি থেকে প্রখর। যারফলে মুগ্ধতা অনুভব করবে আরও বেশি। আর তা তখনই অনুভব করবে, যখন তারা মহান প্রভুর কথা শ্রবণ করবে। তিনি তাদের মধ্যে উপস্থিত হয়ে সালাম দেবেন ও তাদের সম্ভোধন করবেন। অতঃপর যখন তাদের সামনে তাঁর কালাম পাঠ করবেন এবং তারা তা শ্রবণ করবে, তখন তাদের অনুভূতি এমন হবে যে, ইতিপূর্বে কখনো এমনটি শ্রবণ করেনি।

কোনো এক কবির ভাষায়

তোমার শ্রবণশক্তিকে এসকল গান থেকে দূরে রাখো! যদি সেই গান শ্রবণ করতে চাও। নিকৃষ্টকে উৎকৃষ্টের উপর প্রাধান্য দিয়ো না, তাহলে দু'কুলই হারাবে হে বঞ্চিতের লাঞ্ছনা! নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্টের ওপর নিকৃষ্ট শ্রবণকে প্রাধান্য দেয়া ভুল সিদ্ধান্ত। আল্লাহর শপথ! তাদের গান শ্রবণ অন্তর এবং ঈমানের জন্য বিষক্রিয়া তুল্য। আল্লাহর শপথ! রহমানের সাথে শিরক করাই

গানের সাধারণ রীতি। অন্তর মহান আল্লাহর ঘর, তার ভালোবাসা এবং একনিষ্ঠ অনুগ্রহে ভরপুর। তাই যখনই অন্তর গান শ্রবণে লিপ্ত হয়, প্রত্যেক যুবক যুবতীকে কৃতদাসে পরিণত করে। কুরআন প্রেম আর গান দুটো কখনো একসাথে এক অন্তরে বাস করতে পারে না। ঈমান যখন তাদের কুরআনের অনুসরন করতে বাধ্য করে, তখন কুরআন তাদের নিকট কঠিন মনে হয়। অনর্থক চিত্তবিনোদন আর গানবাদ্য তাদের কাছে সহজ ও প্রিয় বস্তুতে পরিণত হয়, কারণ তারা দেখে সেখানে রয়েছে বাদ্যযন্ত্র আর সুরের মূর্চ্ছনা। সাধারণ আত্মার শক্তি আর কুরআন ধারণকারী আত্মার শক্তি কি কখনো এক হতে পারে? এজন্যেই তুমি দেখবে মুর্খ সম্প্রদায়, নারী এবং শিশুদের অধিকাংশই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুরদর্শী বিদ্বানকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, বিশুদ্ধ জ্ঞানে যারা সংকীর্ণ তারাই এসবের প্রতি অধিক আকৃষ্ট। হে পার্থিব সম্ভোগ! যুক্তিগতভাবে তুমি কুরআন এবং সৎসম্ভোগের মতো নও।

হে গান শ্রবণকারী!

হে একশ্বরবাদী মুমিন! এখনো কি হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় হয়নি।

اَلَمۡ یَاۡنِ لِلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَنۡ تَخۡشَعَ قُلُوۡبُهُمۡ لِذِکۡرِ اللّٰهِ وَ مَا نَزَلَ
مِنَ الۡحَقِّ ۙ وَ لَا یَکُوۡنُوۡا کَالَّذِیۡنَ اُوۡتُوا الۡکِتٰبَ مِنۡ قَبۡلُ فَطَالَ
عَلَیۡهِمُ الۡاَمَدُ فَقَسَتۡ قُلُوۡبُهُمۡ ؕ وَ کَثِیۡرٌ مِّنۡهُمۡ فٰسِقُوۡنَ ﴿۱۶﴾

যারা ঈমান এনেছে তাদের হৃদয় কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য নাযিল হয়েছে তার কারণে বিগলিত হওয়ার সময় হয়নি? আর তারা যেন তাদের মতো না হয়, যাদেরকে ইতঃপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তারপর তাদের ওপর দিয়ে দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হলো, অতঃপর তাদের অন্তরসমূহ কঠিন হয়ে গেল। আর তাদের অধিকাংশই ফাসিক। *(সুরা হাদীদ : ১৬)*

یٰۤاَیُّهَا الۡاِنۡسَانُ مَا غَرَّکَ بِرَبِّکَ الۡکَرِیۡمِ ۙ﴿۶﴾ الَّذِیۡ خَلَقَکَ فَسَوّٰىکَ
فَعَدَلَکَ ۙ﴿۷﴾ فِیۡۤ اَیِّ صُوۡرَۃٍ مَّا شَآءَ رَکَّبَکَ ﴿۸﴾

হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহান রব সম্পর্কে ধোঁকা দিয়েছে? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তোমাকে সুসম করেছেন, তারপর তোমাকে সুসমঞ্জস করেছেন। যে আকৃতিতে তিনি চেয়েছেন তোমাকে গঠন করেছেন। *(সুরা ইনফিতার : ৬-৮)*

হে গান শ্রবণকারী!

এমন মহিমা এবং বড়ত্বের বর্ণনা যা কখনো হৃদয় শ্রবণ করেনি।

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓا إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا ۚ وَ أُولَٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَخْشَ اللَّهَ وَ يَتَّقْهِ فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُونَ ۝

মুমিনদেরকে যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এ মর্মে আহ্বান করা হয় যে, তিনি তাদের মধ্যে বিচার, মীমাংসা করবেন, তাদের কথা তো এই হয় যে, তখন তারা বলে, 'আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম।' আর তারাই সফলকাম। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করে, তারাই কৃতকার্য। *(সুরা নুর ৫১,৫২)*

وَ اتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۗ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

আর তোমরা সে দিনের ভয় কর, যে দিন তোমাদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যা উপার্জন করেছে, তা পুরোপুরি দেয়া হবে। আর তাদের যুলম করা হবে না। *(সুরা বাকারা : ২৮১)*

হে গান শ্রবণকারী!

মনে কর তুমি তোমার বন্ধুবান্ধবদের আড্ডায় আমোদ-প্রমোদ, অনর্থক চিত্তবিনোদন, খেল-তামাশা আর গানবাদ্যে নিমজ্জিত। ইত্যবসরে হঠাৎ তোমাদেরসহ আল্লাহ পাক ভূমি ধসিয়ে দিলেন, অথবা তোমাদের বানর বা শূকরে পরিণত করে দিলেন, তাহলে কী হবে তোমাদের অবস্থা? কী হবে তোমাদের আশ্রয়স্থল? আর এই লাঞ্ছনাকর হীন অবস্থায় মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে কী হবে তোমাদের জবাব?

হে গান শ্রবণকারী! তুমি কি ভেবেছ, আল্লাহ যদি তোমার শ্রবণশক্তি কেড়ে নেন তাহলে তোমার কী করার আছে, আর তোমার অবস্থা-ই-বা কী হবে? যখন লোকসমাগমে বা বন্ধুদের সাথে বসে থাকবে, তারা কথা বলবে কিন্তু কী বলছে তুমি তা শুনতে পাচ্ছ না, তারা হাসবে কিন্তু কী জন্যে হাসছে তুমি তা বুঝতে পারছ না। বোবার মতো শুধু দু'চোখ দিয়ে দেখছ অথবা হাতের ইশারা দিয়ে একটু-আধটু বুঝার চেষ্টা করছো। এই তো!

كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰۤى ۙ﴿۶﴾ اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ﴿۷﴾

কখনো নয়, নিশ্চয় মানুষ সীমালঙ্ঘন করে থাকে। কেননা সে নিজকে মনে করে স্বয়ংসম্পূর্ণ। *(সূরা আলাক : ৬-৭)*

হে গান শ্রবণকারী! কোথায় সে সকল মুমিন?

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ
عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۚ﴿۲﴾

মুমিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে। *(সূরা আনফাল : ২)*

কোথায় সে সকল মুমিন, যারা আল্লার বিধানের সামনে আত্মসমর্পণ করে এবং বিনয়াবনত হয়ে সাদরে গ্রহণ করে। তারা কি আল্লাহ এবং নিজেদের

অশুভ পরিণতিকে ভয় করে না? নাকি তাঁর সামনে গায়ক, শিল্পী, বাদ্যযন্ত্রের বাহক হিসাবে উপস্থিত হতে চায়।

গানই জীবন গানই মরণ

ইবনুল কাইয়ূম রহ. উল্লেখ করেন, গায়ক এবং বাদ্যবাদক শ্রেণির মধ্য হতে একব্যক্তির মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে তাকে বলা হলো, আপনি কালেমা পড়ুন, বলুন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। কিন্তু সে গানের কিছু পংক্তি আবৃত্তি করতে লাগল। তাকে আবার তালকিন করা হলো বলুন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সে আবার এই বলে সুর আবৃত্তি করতে লাগল, টুনটুনাটুন-টুনটুনাটুন। আর এ অবস্থাতেই তার রুহ দেহত্যাগ করল। আসলে সুর-গীতিই ছিল তার আমৃত্যু নেশা।

দুটি শিক্ষনীয় ঘটনা

একজন ট্রাফিক পুলিশের মুখে শুনা যাক এমন বাস্তব আরও দুটি শিক্ষণীয় ঘটনা।

ঘটনা এক : সড়ক ছিল সম্পূর্ণ নিরাপদ। শান্ত। ট্রাফিক জ্যামও তেমন ছিল না। একজন ট্রাফিক কর্মি হিসাবে দুর্ঘটনা এবং দুর্ঘটনাকবলিতদের পরিদর্শন আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। আমি পালাক্রমে ডিউটি পালন করি, আমার সাথে আরও একজন সহকর্মী আছেন। একদিন হঠাৎ সংঘর্ষের বিকট আওয়াজ শুনতে পেলাম। শব্দের দিশা খুঁজে দেখি, দুটি গাড়ী মুখোমুখি সংঘর্ষে দুমড়েমুচড়ে গেছে। এমন ভয়াবহ দুর্ঘটনা মুখে বলে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আমরা দ্রুত উদ্ধারকাজে এগিয়ে গেলাম। প্রথম গাড়ীর দুই ব্যক্তির গুরুতর অবস্থা। আমরা তাদেরকে গাড়ী থেকে টেনে বের করলাম। দেহ থেকে রক্ত ঝরছে আর ব্যথায় বেদনায়, উহ আহ করছে। চিৎকার করছে। তাদের মাটির উপর শুইয়ে অপর গাড়ীর উদ্ধার কাজে দৌড়ে গেলাম। এ গাড়ীতে একজনই আছে। সদ্য তার প্রাণ দেহ ত্যাগ করেছে। ফলে প্রথম গাড়ীর গুরুতর আহত দুই ব্যক্তির কাছে ফিরে এলাম। দুজনই মূমুর্ষ অবস্থায় রয়েছে। সহকর্মী তাদের কালেমা শাহাদত তালকিন করার চেষ্টা চালাল; বলুন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। কিন্তু তারা কান্নাকাটি, উহ আহ! চিল্লাচিল্লিতে ব্যস্ত। সহকর্মী আবারও চেষ্টা করল; বলুন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

তবুও কোনো উত্তর দিলো না। কিন্তু যখন মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হলো এবং তাদের গলার আওয়াজ কঠিন আকার ধারণ করল, তারা গুনগুন করে গান করা আরম্ভ করল। কী অদ্ভুদ ব্যাপার! আমার ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম। তথাপি আমার সহকর্মী হয়ত তারা কালিমা বলবে এই আশায়, তালকিনের চেষ্টা অব্যাহত রাখলেন। বলুন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। কিন্তু তারা তাদের মতোই গান করে চলছে। গলার আওয়াজ ধীরে ধীরে ক্ষীণ হতে লাগল। একজন শান্ত হয়ে গেল। অপরজনের দেহেও কোনো স্পন্দন নেই। দুজনই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। প্রথম লাশের সাথে এই দুই লাশ গাড়ীতে উঠালাম। লাশ তিনটি নিয়ে চলা শুরু হলো হাসপাতালের দিকে। সহকর্মীর মুখে কোনো কথা নেই। নিথর বিহ্বল। অকস্মাৎ আমার দিকে ফিরে তাদের মৃত্যু এবং অশুভপরিণিতর কথা স্বরণ করল। আমরা হাসপাতালে পৌছে লাশ নামিয়ে নিজেদের পথ ধরলাম। এ ঘটনার পর থেকে অবস্থা এমন হলো যে, যখনই কোনো গানের আওয়াজ আমার কানে আসে ওই দুই ব্যক্তির মুখাবয়ব আমার সামনে ভেসে ওঠে। আমি আঁতকে ওঠি। তারা শয়তানের বাঁশি বাজাতে বাজাতে ইহধাম ত্যাগ করেছে।

ঘটনা দুই : এই ঘটনার ঠিক ছয়মাস পর আরেকটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল। একজন যুবক ড্রাইভার স্বাভাবিক গতিতেই ড্রাইভ করছিল। পথিমধ্যে হঠাৎ গাড়ীর চাকা পাংচার হয়ে যায়। সে গাড়ীর চাকা ঠিক করার জন্যে গাড়ী থেকে অবতরণ করল এবং নতুন চাকা নামানোর জন্য গাড়ীর পেছনের দিকে দাঁড়াল। ঠিক সেই মুহূর্তে পেছন দিক থেকে একটি দ্রুতগামী গাড়ী এসে তাকে সজোরে ধাক্কা দেয়। ধাক্কা খেয়ে যুবক মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আমাদের সাথে আরও কজন লোক ঘটনা প্রত্যক্ষ করল। সহকর্মীর সাথে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌছলাম। একজন ওঠতি বয়সের যুবক বাহ্যিক দেহাবয়বে কর্মদক্ষতা এবং আত্মযোগ্যতার নিদর্শন পরিষ্ফুটিত। মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে সে। আমরা তাকে গাড়ীতে ওঠালাম। মনে মনে ভাবছিলাম সেদিন আমার সহকর্মীর মতো তাকে কালেমার তালকিন করব কী-না? তাকে ওঠানোর সময় ব্যথা মিশ্রিত একধরণের গুনগুন আওয়াজ শুনতে পেলাম, কিছু বোঝা গেল না। আমরা দ্রত হাসাপাতালে গেলাম, ততক্ষণে আওয়াজ কিছুটা স্পষ্ট হয়ে এলো। সে ব্যথাসিক্ত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করছে।

কী অদ্ভুদ ব্যাপার! দেহের জামাকাপড় রক্তে রঞ্জিত। হাড় ভেঙ্গে গুড়ো হয়েগেছে। প্রায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। আমরা খুব দ্রুত চলছিলাম। সে মৃদু কণ্ঠে সুন্দর আওয়াজে তারতীলের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করছিল। আমার জীবনে এমন সুমধুর কণ্ঠের কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করিনি। তার কণ্ঠে তিলাওয়াত হচ্ছিল,

اِنَّ الَّذِیۡنَ قَالُوۡا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسۡتَقَامُوۡا تَتَنَزَّلُ عَلَیۡهِمُ الۡمَلٰٓئِکَۃُ
اَلَّا تَخَافُوۡا وَ لَا تَحۡزَنُوۡا وَ اَبۡشِرُوۡا بِالۡجَنَّۃِ الَّتِیۡ کُنۡتُمۡ تُوۡعَدُوۡنَ ﴿۳۰﴾
نَحۡنُ اَوۡلِیٰٓؤُکُمۡ فِی الۡحَیٰوۃِ الدُّنۡیَا وَ فِی الۡاٰخِرَۃِ ۚ وَ لَکُمۡ فِیۡهَا مَا
تَشۡتَهِیۡۤ اَنۡفُسُکُمۡ وَ لَکُمۡ فِیۡهَا مَا تَدَّعُوۡنَ ﴿۳۱﴾ نُزُلًا مِّنۡ غَفُوۡرٍ
رَّحِیۡمٍ ﴿۳۲﴾ وَ مَنۡ اَحۡسَنُ قَوۡلًا مِّمَّنۡ دَعَاۤ اِلَی اللّٰهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَّ
قَالَ اِنَّنِیۡ مِنَ الۡمُسۡلِمِیۡنَ ﴿۳۳﴾ وَ لَا تَسۡتَوِی الۡحَسَنَۃُ وَ لَا السَّیِّئَۃُ ؕ
اِدۡفَعۡ بِالَّتِیۡ هِیَ اَحۡسَنُ فَاِذَا الَّذِیۡ بَیۡنَکَ وَ بَیۡنَهٗ عَدَاوَۃٌ کَاَنَّهٗ وَلِیٌّ
حَمِیۡمٌ ﴿۳۴﴾ وَ مَا یُلَقّٰهَاۤ اِلَّا الَّذِیۡنَ صَبَرُوۡا ۚ وَ مَا یُلَقّٰهَاۤ اِلَّا ذُوۡ حَظٍّ
عَظِیۡمٍ ﴿۳۵﴾ وَ اِمَّا یَنۡزَغَنَّکَ مِنَ الشَّیۡطٰنِ نَزۡغٌ فَاسۡتَعِذۡ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ
هُوَ السَّمِیۡعُ الۡعَلِیۡمُ ﴿۳۶﴾

নিশ্চয় যারা বলে, 'আল্লাহই আমাদের রব' অতঃপর অবিচল থাকে, ফেরেশতারা তাদের কাছে নাযিল হয় এবং বলে, 'তোমরা ভয় পেয়ো না, দুশ্চিন্তা করো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর তোমাদেরকে যার ওয়াদা দেয়া হয়েছিল'। 'আমরা দুনিয়ার জীবনে তোমাদের বন্ধু এবং আখিরাতেও। সেখানে তোমাদের জন্য থাকবে যা তোমাদের মন চাইবে এবং সেখানে তোমাদের জন্য আরও থাকবে যা তোমরা দাবী করবে। পরম ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে আপ্যায়নস্বরূপ। আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত

দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, অবশ্যই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত'? আর ভালো ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দকে প্রতিহত কর তা দ্বারা যা উৎকৃষ্টতর, ফলে তোমার ও যার মধ্যে শত্রুতা রয়েছে সে যেন হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আর এটি তারাই প্রাপ্ত হবে যারা ধৈর্যধারণ করবে, আর এর অধিকারী কেবল তারাই হয় যারা মহাভাগ্যবান। আর যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোন কুমন্ত্রণা কখনো তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে তুমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। *(সুরা হা-মিম আস-সাজদা : ৩০-৩৬)*

তার কোমল কণ্ঠের এই তিলাওয়াত শ্রবণ করার জন্য আমি এবং আমার সহকর্মী দুজনই নীরব থাকলাম। আমার পুরো দেহে শিহরণ অনুভব হচ্ছিল। আওয়াজটি হঠাৎ স্থিমিত হয়ে পড়ল। তার দিকে ফিরে দেখি তিনি শাহাদত আঙ্গুলী উত্তোলন করে কালিমা শাহাদত পাঠ করছেন। তারপর ধীরে মাথা নামিয়ে নিলেন। গাড়ী থামিয়ে দ্রুত নাড়ী পরীক্ষা করলাম। হৃদস্পন্দন নাড়াচাড়া! না কিছু নেই। একদম শীতল দেহ। তার প্রাণবায়ূ দেহ ত্যাগ করেছে। সহকর্মী চিৎকার করে বলতে লাগল, কী হয়ে গেল আজ? আমি বললাম সে আর বেঁচে নেই! সে মৃত্যুবরণ করেছে। কুরআন তিলাওয়াত করতে করতে মারা গেল। সহকর্মী চিৎকার করে কান্না জুড়ে দিলো। আমিও নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগলাম। চোখের পানি থামছে না। গাড়ীর ভেতরের এদৃশ্য আমাদের মাঝে খুব প্রভাব ফেলেছে। হাসাপাতালে পৌঁছে প্রত্যেককেই আমরা এ মহান যুবকের ঘটনা বৃত্তান্ত শুনালাম। তার ভাইবোন পরিবার-পরিজনদের সংবাদ দিলাম। তাদের কাছে জানতে পারলাম যুবকটি বাস্তবই একজন সৎ নিষ্ঠাবান, ইবাদতগুজার ছিল। দিনরাত আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকত।

সময় থাকতে সতর্ক হোন

যেসকল লোক গাড়ী ড্রাইভ করতে করতে, সফরে, বিমানে আরোহণ অবস্থায়, মোটর সাইকেল চালাতে চালাতে গান শুনে তারা কি এসকল ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে না।

أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾

তারা কি আল্লাহর কৌশল থেকে নিরাপদ হয়ে গিয়েছে? বস্তুত ক্ষতিগ্রস্ত কওম ছাড়া আল্লাহর কৌশল থেকে আর কেউ (নিজদেরকে) নিরাপদ মনে করে না। যমীনের অধিবাসীদের (চলে যাবার) পর যারা তার উত্তরাধিকারী হয়, তাদের কি এই হিদায়াত হয়নি যে, আমি যদি চাই, তাদের পাপের কারণে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি? আর আমি মোহর মেরে দেই তাদের হৃদয়ে। অতঃপর তারা শোনে না। (সুরা আরাফ : ৯৯, ১০০)

হে গান শ্রবণকারী!

তুমি কি এসকল ঘটনা থেকে শিক্ষা নেবে না?

উকবা ইবনে আমের বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে তার সঙ্গী হয় ফেরেশতা, আর যে গান করে তার সঙ্গী হয় শয়তান।

কোথায় সেসকল লোক? যারা আল্লাহর সাথে কৃতওয়াদা পূর্ণ করেছে। আপনি তাদের অর্ন্তভুক্ত হতে চান না।

কোথায় আছেন তারা? যারা আল্লাহর নিদের্শ পেয়ে বলে, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। হে প্রভু! আমরা আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আপনার নিকটই আশ্রয়স্থল।

গায়কদের বলছি

উপরের কথাগুলো ছিল গানপ্রিয় বা গানশ্রবণকারীদের উদ্দেশে। এখন বলছি ওই সকল ভাইদের উদ্দেশে, যারা গান পরিবেশন করেন বা গানকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। আমি প্রত্যেক গায়কের কর্ণকুহরে এই কথাগুলোর মর্মবাণী পৌঁছে দিতে চাই। আচ্ছা, আপনি তো আল্লাহর বান্দা। তাঁর সম্মুখে দৈনিক পাঁচবার দণ্ডায়মান হন। আপনার দেহের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অঙ্গ, আপনার প্রতিটি শ্বাস-প্রশাস, আপনার স্রষ্টার অনুমতি ছাড়া একচুল নড়াচড়া করতে পারে না। আপনি কি নিজেকে কখনো প্রশ্ন করেছেন, আপনার স্রষ্টার সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন? তিনি কি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট, না-কি অসন্তুষ্ট। কিয়ামত দিবসে তার সাথে আমার সাক্ষাৎ কীরূপ হবে? একটু চিন্তা করে দেখুন আপনি নিজেই এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম।

অপরাধ বা পাপাচার দুই ধরণের।

এক. যা কর্তার নিজ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। এর অনিষ্টতা অন্যের পর্যন্ত পৌছায় না। যেমন মদ্যপান, কুদৃষ্টি।

দুই. কর্তার নিজ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে না বরং এর অনিষ্টতা অন্যের পর্যন্ত পৌছে যায়, অন্যের ক্ষতি সাধন করে। যথা : গান করা, গান পরিবেশন করা। যিনা-ব্যভিচার।

তো আপনি কোন অপরাধ বা পাপাচারে লিপ্ত? যে পাপাচার অপরাধ অন্যকেও ক্ষতিগ্রস্থ করে সেই অপরাধে? তাহলে মনে রাখবেন, কিয়ামত দিবসে আপনার কৃতকর্মের বোঝা, যে আপনার গান শুনবে তার পাপের বোঝা, অথবা যে আপনার ক্যাসেট অ্যালবাম কিনবে, শুনবে তার পাপের বোঝা, সবই আপনার কাধে ন্যস্ত হবে।

আপনার সাথে পাপগুলো মরে যাক

ওই ব্যক্তি সৌভাগ্যাবান যার মৃত্যুর সাথে সাথে তার পাপরাশিও মৃত্যুবরণ করে। ওই ব্যক্তি দুর্ভাগা যে মৃত্যুবরণ করে অথচ তার পাপরাশি মৃত্যুর পরও বহুকাল জীবন্ত থাকে। আপনি এতসব পাপের বোঝা বহন করতে পারবেন? আল্লাহ বলেন,

لِيَحْمِلُوٓا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۙ وَ مِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ﴿٢٥﴾ قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ اَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ وَ يَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَآقُّوْنَ فِيْهِمْ ۗ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْىَ الْيَوْمَ وَ السُّوْٓءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٧﴾ الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۖ فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ ۗ بَلٰٓى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾ فَادْخُلُوٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٢٩﴾

এসব কথা তারা এজন্যে বলে যে কেয়ামতের দিন তারা নিজেদের বোঝাও বহন করবে, সাথে সাথে সে সকল লোকদের বোঝাও বহন করবে যাদেরকে তারা মূর্খতার কারণে পথভ্রষ্ঠ করেছে। দেখ, কতইনা মন্দ সেই বোঝা যা তারা বহন করে, এদের আগেও অনেকে এরকম ফন্দি এঁটেছিল। আল্লাহ তাদের সব ফন্দির শিকড় সমূলে উপড়ে ফেলেছেন এবং তাদের ছাদ উপর থেকে তাদের মাথার উপর এসেছে পড়েছে। আর এমন দিকে থেকে তাদের উপর আযাব এসে পড়েছে যেদিক থেকে আযাব আসার কোনো ধারণাই তাদের ছিল না। এরপর কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাদের অপমানিত করবেন এবং বলবেন বল আমার ওইসব শরিক কোথায়, যাদের জন্য তোমরা (হকপন্থিদের সাথে) জগড়াঝাটি করতে? দুনিয়ায় যাদের ইলম ছিল তারা বলবে আজ কাফেরদের জন্যই অপমান আর দুর্ভোগ। হ্যাঁ নিজেদের ওপর যুলুম করা অবস্থায়

যারা ফেরেশতাদের হাতে গ্রেফতার হয়, তারা যখন আত্মসমর্পণ করে আর বলে আরে! আমরা তো কোনো অপরাধ করিনি তখন ফেরেশতারা জবাব দেয়, অপরাধ করনি মানে? তোমরা যা কিছু করেছিলে আল্লাহ্ সব জানেন। এখন যাও জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। সেখানেই তোমাদের চিরকাল থাকতে হবে। অহংকারী ও ঔদ্যত্বদের জন্য বড়ই নিকৃষ্ঠতম আশ্রয়স্থল। (সুরা নাহল : ২৫,২৬, ২৭, ২৮)

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি গোমরাহীর পথে আহ্বান করবে, কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ তার অনুসরণ করে পাপ অর্জন করবে তাদের সকল পাপের বোঝা তার কাঁধে ন্যস্ত হবে। তথাপি তাদের কৃতগোনাহের সামন্যও কমবে না।

আল্লাহর নিয়ামতের মূল্যায়ন করুন

মহান আল্লাহ অত্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনাকে দুটি চক্ষু দান করেছেন, জিহ্বা এবং ঠোট দান করেছেন। এসব নিয়ামত, দান-অনুদানের বিনিময় হিসেবে আপনি কি তার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন?

আপনার করনীয় তো ছিল আল্লাহ প্রদত্ত এই সুমিষ্ট সুর কুরআন কারিম তিলাওয়াতে প্রয়োগ করা, চোখ দিয়ে কুরআনের হরফগুলো দেখা, হাত-পা দেহের অঙ্গপ্রতঙ্গের সাহায্যে সালাত প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য ইবাদত করা। কিন্তু আপনি তা না করে প্রতিষ্ঠা করছেন এক ঘৃণ্যকাজের। আবার মানুষকে প্রকাশ্যে সেই ঘৃণ্য কাজের দিকে আহ্বান করছেন। গায়ক শিল্পিদের মধ্য হতে অনেকে মৃত্যুবরণ করেছে। আপনি তাদের সাথে আড্ডায় বসতেন। একমঞ্চে গান পরিবেশন করতেন। তো আপনি কি কিয়ামত দিবসেও তাদের সাথে একমঞ্চে বা এক আড্ডায় সমবেত হওয়ার কামনা করেন!!

আপনাকে বলছি

আজ আপনার মৃত্যু না হলেও কাল বা পরশু আপনাকে মৃত্যুর হাতে ধরা দিতেই হবে। মৃত্যুদূত এসে আপনার জীবন ফটকে একদিন না একদিন কড়াঘাত করবেই।

আপনার এই মুখশ্রী, সুন্দর সুর সেদিন কোথায় থাকবে? যেদিন কারও চেহারা হবে কুশ্রী বিভৎস। আর কারও চেহারা হবে আলোকিত হাস্যোজ্জল!

সেদিন কীভাবে আপনার এই মুখ দেখাবেন, যেদিন প্রিয় নবীজি ﷺ জানতে পারবেন, আপনার কারণে জাতি গানবাদ্যের মতো জঘণ্য পাপে জড়িয়ে পড়েছে।

সেদিন আপনার এ মুখ কোথায় লুকাবেন? যেদিন আপনার অপরাধের কথা প্রকাশ হয়ে যাবে যে, আপনার সুর-সংগীতে মাতোয়ারা হয়ে জাতি সূর্য উদ্ভাসিত হওয়া পর্যন্ত জাগ্রত থেকেছে।

সেদিন আপনার এ চেহারা নিয়ে কোথায় পালাবেন, যেদিন কবরের সকলে উত্থিত হবে। আর অন্তরের সবকিছু ফাঁস করা হবে। সেদিন কোথায় পালাবেন, যেদিন আপনার দেহ থেকে ঘাম ঝরবে, সুন্দর দেহসৌষ্ঠব বিকৃত হয়ে যাবে। প্রাণপাখি দেহ খাচা ভেঙ্গে উড়ে যাবে। আর আপনি মহা পরাক্রমশালীর সামনে নতমস্তকে দণ্ডায়মান থাকবেন। আপনাকে আপনার কৃতকর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। তখন প্রকাশ হবে আপনার বিশটি সেরা গান আছে, ত্রিশটি কণ্ঠস্বর। চল্লিশটি কনসার্ট অথচ আপনি পবিত্র কালামের একটি অংশও মুখস্ত করেননি।

কিয়ামতের এই কঠিন দিনে আপনার গায়ক, বাদক, মাতাল নর্তকী, বন্ধুবান্ধব, যাদের থেকে আপনি উপকারের আশা রাখেন তারা কোথায় হারিয়ে যাবে!

وَ يَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَآءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ۝ حَتّٰۤى اِذَا مَا جَآءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ اَبْصَارُهُمْ وَ جُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۝ وَ قَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ؕ قَالُوْۤا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْۤ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّ هُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ اِلَيْهِ

تُرْجَعُوْنَ ﴿٢١﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَ
لَآ اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا
مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٢﴾ وَ ذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِيْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰىكُمْ
فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾ فَاِنْ يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۚ
وَاِنْ يَّسْتَعْتِبُوْا فَمَا هُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِيْنَ ﴿٢٤﴾

আর যেদিন আল্লাহর দুশমনদের জাহান্নামের নিকট সমবেত করা হবে, তখন তাদের বিভিন্ন দলে বিন্যস্ত করা হবে। অবশেষে তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌঁছবে, তখন তাদের কান, তাদের চোখ ও তাদের চামড়া তাদের বিরুদ্ধে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। আর তারা তাদের চামড়াগুলোকে বলবে, 'কেন তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে'? তারা বলবে, 'আল্লাহ আমাদের বাকশক্তি দিয়েছেন যিনি সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।' তোমরা কিছুই গোপন করতে না এই বিশ্বাসে যে, তোমাদের কান, চোখসমূহ ও চামড়াসমূহ তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না, বরং তোমরা মনে করেছিলে, তোমরা যা কিছু করতে আল্লাহ তার অনেক কিছুই জানেন না। আর তোমাদের এ ধারণা যা তোমরা তোমাদের রব সম্পর্কে পোষণ করতে, তা-ই তোমাদের ধ্বংস করেছে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলে। অতঃপর যদি তারা ধৈর্যধারণ করে তবে আগুনই হবে তাদের আবাস এবং যদি তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে চায়, তবুও তারা আল্লাহর সন্তোষপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। (সুরা হা-মীম সাজদা আয়াত ১৯-২৪)

যাযান আল কিন্দির ঘটনা

হয়ত আপনি যাযান আল কিন্দির ঘটনা শুনে থাকবেন। তিনি একজন সংগীত শিল্পি এবং বাদক ছিলেন। ইবনে কুদামা স্বীয় গ্রন্থে তাঁর ঘটনা এভাবে উল্লেখ করেছেন; একদিন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. কুফার কোনো এক এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে কতিপয় দুশ্চরিত্র যুবক মদের আড্ডা জমিয়েছে। তাদের মাঝে রয়েছে যাযান নামের একজন গায়ক। সে ঢোল-তবলা বাজাচ্ছে আর গান গাইছে। কণ্ঠস্বরও অতি চমৎকার। আওয়াজ শুনে ইবনে মাসউদ রাযি. বললেন, কী চমৎকার এই কণ্ঠস্বর, হায়! যদি তা কুরআন তিলাওয়াতে হতো! অতঃপর ইবনে মাসউদ রাযি. মাথায় চাদর দিয়ে চলে গেলেন। যাযান তার এই কথা শুনতে পেয়ে বলল ওহে ! কে এই ব্যক্তি? তারা সমস্বরে উত্তর দিলো আরে! তিনি তো রাসুলের সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ। যাযান বলল তিনি কী বলেছেন? তারা বলল তিনি বলেছেন, কী চমৎকার এই কণ্ঠস্বর, হায়! যদি তা কুরআন তিলাওয়াতে হতো!

এ কথা শুনে যাযান ওঠে দাঁড়াল এবং বাদ্যযন্ত্র মাটিতে সজোরে আছড়ে মারল। অতঃপর সে দ্রুত চলতে লাগল এবং এক পর্যায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.কে পেয়ে গেল। সে নিজের রুমাল কাধের উপর রাখল এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর সামনে কান্না করতে লাগল। এক পর্যায়ে উভয়েই কান্না করতে লাগল। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বললেন, আমি ওই ব্যক্তিকে কেন ভালোবাসব না, যাকে আল্লাহ তাআলা ভালোবেসে ফেলেছেন।

অতঃপর যাযান তার সকল গুনাহ থেকে আল্লাহর নিকট তাওবা করল এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর সাহচর্য্য অবলম্বন করল। সে তাঁর থেকে কুরআন এবং ইলমে দীন শিক্ষা করল। এক পর্যায়ে সে ইলমে দীনের একজন ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। (কিতাবু তাওয়াবিন : ১৯৯)

فاعتزل ذكر الأغاني والغزل ** وقل الفصل وجانب من هزل

إن أهنى عيشة قضيتها ** ذهبت لذاتها والإثم حل

> তোমরা গান ও প্রেমের গল্প পরিত্যাগ করো। সত্য কথা বলো ও হাসি তামাশা থেকে বিরত থাক। তোমার জীবনের যে সময়গুলো তুমি সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেছ, নিশ্চয়ই তার আনন্দগুলো শেষ হয়েগেছে; কিন্তু তার পাপের বোঝা অবশ্যই রয়ে গেছে।

অতঃপর আমি আপনাকে বলতে চাই, নিজের কামভাব আর প্রকৃতির তাড়না উস্কে দিয়ে আনন্দফূর্তি করতে আপনার কি ভয় হয় না? আপনার কি এই ভয় হয় না যে, আল্লাহ আপনাকে মানসম্মানের ব্যাপারে পরীক্ষায় ফেলবেন। আপনার স্ত্রী-মেয়ে, আপনার বোন কিংবা নিকটাত্মীয় কারও ইজ্জতের ব্যাপারে পরীক্ষায় ফেলবেন। অথচ আপনি একজন মুসলমান। মনে রাখবেন, নিজের মা-বোনদের সম্ভ্রম এবং ইজ্জত-আবরুর ব্যাপারে সদাসর্বদা আত্মমর্যাদা বোধ থাকা চাই।

যেমন কর্ম তেমন ফল

ইমাম খাত্তাবি রহ. বর্ণনা করেন, একজন ব্যবসায়ী মালামাল দিয়ে তার সন্তানকে দূরশহরে প্রেরণ করল। ছেলে রওনা হওয়ার সময় পিতা কিছু গুরুত্বপূর্ণ নসীহত করল; হে বৎস! সফরকালে তোমার বোনের সম্ভ্রম রক্ষা করবে। ছেলে বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, বোন তো আপনার হেফাজতে। সে থাকবে বাড়ীতে আর আমি থাকব সফরে, তাহলে আমি তার সম্ভ্রম রক্ষা করব কীভাবে? পিতা আবারও একই কথা বললেন। সফরকালে তুমি তোমার বোনের সম্ভ্রম রক্ষা করবে। যদিও তার থেকে দূরে অবস্থান করনা কেন। ছেলে বিদায় নিলো এবং সফরে রওনা হয়ে গেল। দীর্ঘ সময় অতিবাহি হলো। তাদের গ্রামে ছিল এক হতদরিদ্র বৃদ্ধ। সে বাড়ী বাড়ী ঘুরে পানি বিক্রি করত। একদিন এই বৃদ্ধ পানি নিয়ে তাদের দরজায় কড়াঘাত করল। ভেতর থেকে সেই যুবকের যুবতী বোন দরজা খুলে দিলো। বৃদ্ধ অন্যাদিনের মতোই ঘরে প্রবেশ করে নিজের মশক থেকে তাদের পাত্রে পানি ঢালতে লাগল। এদিকে যুবতী বৃদ্ধের বের হওয়ার অপেক্ষা করছে। বৃদ্ধ পানি ঢেলে যুবতীর পাশ দিয়ে আসল এবং যুবতীর দিকে একটু ঝুকে খুবদ্রুত তার গালে একটি চুমু দিয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করল। অথচ সে ছিল একজন বৃদ্ধ মানুষ। তার থেকে এমন জঘন্য আচরণের কল্পনাও অসম্ভব।

ঘটনাক্রমে মেয়ের বাবা জানালার ফাঁক দিয়ে বিষয়টি দেখে ফেলে। কিন্তু সে এ ব্যাপারে মুখ খুলল না। কিছুদিন পর ছেলে সফর থেকে ফিরে আসে। সে পিতাকে ব্যবসার লাভ-লোকসান এবং অন্যান্য বৃত্তান্ত শুনাল। কিন্তু পিতা ছেলেকে লক্ষ্য করে বলল, আমি কি রওনা হওয়ার সময় তোমাকে বলিনি যে সফরকালে তুমি তোমার বোনের সম্ভ্রম রক্ষা করবে। আগে আমাকে বলো, সফরকালে তুমি কি কোনো নারীর প্রতি আসক্ত হয়েছিলে? যুবক উত্তর দিলো জী বাবা! সফরকালে আমি এক মেয়েকে একটি চুমু দিয়েছিলাম। পিতা বলল, ঠিক আছে! যেমন কর্ম তেমন ফল। যদি তুমি আরেকটি বৃদ্ধি করতে তাহলে ওই পানি বিক্রেতা তোমার বোনের গালে আরও বৃদ্ধি করে দিত।

ومن يزن يزن به ولو بجداره ** إن كنت يا هذا لبيباً فافهم

নিশ্চয়ই যে যিনা করবে, সে নিজের ঘরেও এই পাপ দ্বারা আক্রান্ত হবে। ওহে! যদি তুমি জ্ঞানী হও, তাহলে বুঝে নাও।

আল্লাহ আপানাকে সঠিক বুঝ দিন, হেদায়াত দিন এবং যাবতীয় পাপাচার থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। আল্লাহ আপনাকে দীনের আহ্বানকারী হিসাবে কবুল করুন। আ-মীন।

গানবাদ্যে সহযোগীদের উদ্দেশে

আমার এই কথাগুলো সেসকল ভাইদের জন্য,

–যারা নিজেদের নিয়োজিত রেখেছে শয়তানের বাঁশি তথা গানবাদ্যের উপকরণ বা বাদ্যযন্ত্র সঞ্চালনের কাজে।

–যারা তাদের বিভিন্নভাবে গুনাহ ও পাপাচারে সহযোগীতা করছে, নিজেদের দোকানপাট, মার্কেট তাদের গান বিক্রয় করার জন্যে ভাড়া দিচ্ছে। যেখানে অডিও-ভিডিও গানের ক্যাসেট, অ্যালবাম ইত্যাদির ক্রয়বিক্রয় চলছে দেদারছে।

–যারা ওয়েটিং রুমে, ট্রেন কিংবা বাস ষ্টেশনে গান সেটিং করে রেখেছে। ফলে মানুষ তা অনিচ্ছা সত্ত্বেও শুনতে বাধ্য হচ্ছে।

-যারা গাড়ীতে বসে গান বাজায় অথবা পার্ক, গার্ডেন, বিনোদন কেন্দ্রেগুলোতে গানের ব্যবস্থা করে রেখেছে।

-যারা মুমিনদের মাঝে অশ্লীলতা পাপাচার বিস্তারকাজে সহায়তা করে।

মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ۙ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ⑲

নিশ্চয় যারা এটা পছন্দ করে যে, মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না। (সুরা নুর : ১৯)

কত সম্ভ্রম এই গানের কারণে ধুলোয় মিশে যাচ্ছে। কত সম্ভ্রম ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। কত সম্পদ খোয়া যাচ্ছে। কত লাঞ্চনা, কত গঞ্জনা, সম্মানহানী, কত সময়ের অপচয়, এসমস্ত অপরাধের বোঝা আপনাকেই বহন করতে হবে হে বাঁশিওয়ালা! হে বাদ্যযন্ত্র সঞ্চালনকারী!

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি গোমরাহীর পথে আহ্বান করবে, কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ তার অনুসরণ করে পাপকাজ করবে, তাদের সকল পাপের বোঝা তার কাঁধে ন্যস্ত হবে। তথাপি তাদের কৃতগোনাহের সামন্যও কমবে না। তাহলে নিজের ওপর এমনসব অপরাধের বোঝা কেন চাপিয়ে নিচ্ছেন যে বোঝা বহন করার সক্ষমতা আপনার নেই।

উপার্জনের বৈধ পন্থা গ্রহণ করুন

কী অদ্ভুদ ব্যাপার! আপনার সামনে কি উপার্জনের সকল হালাল পন্থা বন্ধ হয়ে গেল, যার দরুণ আপনি এই হারাম গানবাজনা ছাড়া অন্য কোনো পন্থা খুঁজে পাচ্ছেন না। আল্লাহ কোনো বস্তু হারাম ঘোষণা করলে সেই বস্তুর মূলটাও হারাম করে দেন। আর মনে রাখবেন, হারাম খাদ্যে উৎপন্ন রক্ত-মাংসের জন্য জাহান্নামই অধিক উপযুক্ত। কোনো আত্মা তার নির্ধারিত

রিযিক-আয়ুস্কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করে না। সুতরাং তোমরা রিযিক তালাশে উত্তম পন্থা অবলম্বন কর। রিযিকের চাহিদা যেনো তোমাদেরকে হারাম পদ্ধতি অবলম্বনে প্ররোচিত না করে। কেননা আল্লাহর নিকট মজুদকৃত রিযিক কেবলই তার আনুগত্যের মাধ্যমে তালাশ করতে হয়।

হারাম ভক্ষণকারীর দুআ কবুল হয় না

আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করুন। আপনার কি জানা আছে যে, হারাম ভক্ষণকারীর দোয়া কবুল হয় না। আপনি আল্লাহ তাআলার দয়া-অনুগ্রহের মুখাপেক্ষি নন?

মুসলিম শরিফে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন- হে লোকসকল! নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা উৎকৃষ্ট ও পবিত্র, আর তিনি কেবল উৎকৃষ্ট ও পবিত্রই গ্রহণ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মুমিনদের সে বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন, যে বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন রাসুলদের। তিনি তাদের বলেন, হে রাসুলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু থেকে খাবার গ্রহণ কর এবং সৎকর্ম কর, নিশ্চয় আমি তোমাদের কর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত। তিনি আরও বলেন, হে মুমিনগণ! আমি তোমাদের যে পাকপবিত্র রিযিক দান করেছি তা থেকে আহার কর। অতঃপর রাসুল ﷺ এক ব্যক্তির অবস্থা উল্লেখ করেন; যে দীর্ঘ সফর করে ধুলিমলিন অবস্থায় আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে বলে হে প্রভু! হে প্রভু! শোন, কবুল কর। অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পোষাক পরিচ্ছদ হারাম এবং তার প্রতিপালন হয়েছে হারাম খাদ্য দ্বারা। তাহলে কীভাবে তার দুআ কবুল হবে?

ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, একদিন আমি রাসুল ﷺ-এর কাছে বসে কুরআনের এই আয়াত পাঠ করলাম,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

> হে লোকসকল! ভূমিজাত বস্তু থেকে হালাল ও পবিত্র খাদ্য গ্রহণ কর।

এ কথা শুনে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাযি. ওঠে দাঁড়ালেন এবং রাসুলের কাছে আবেদন করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনি দুআ করুন আল্লাহ যেন আমাকে মুসতাজাবুদ দাওয়াহ বানিয়ে দেন। রাসুল ﷺ সাদকে লক্ষ্য করে বললেন, হে সাদ! তোমার খাদ্য পবিত্র রাখ। মুসতাজাবুদ দাওয়াহ হতে পারবে। (মাজমাউ যাওয়ায়েদ : ১৮১০১)

আল্লাহর জন্য ত্যাগ করতে শিখুন

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোনো কিছু পরিহার করলে আল্লাহ তার চেয়ে উত্তম বিনিময় দান করেন।

এ প্রসঙ্গে ইবনে রজব '*তাবাকাতের*' টীকায় কাযী আবু বকর আল-আনসারির *আল বাযযায*-এর একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন আমি পবিত্র মক্কা নগরীতে অবস্থান করছিলাম। একদিন প্রচণ্ড ক্ষুধা পেল। খাবারের খুঁজে বের হয়ে কোনো কিছু পেলাম না। রাস্তায় হাঁটছিলাম। হঠাৎ রেশমী কাপড়ের একটি থলে পেলাম। থলের মুখ রেশমী ফিতা দিয়ে বাঁধা ছিল। আমি তা উঠিয়ে ঘরে নিয়ে এলাম। থলের মুখ খুলে দেখি তাতে একটি চমৎকার মোতির হার রয়েছে। এমন হার আর কখনো দেখিনি। থলের মুখ বেঁধে যথাস্থানে রেখে দিলাম। আমি আবার খাদ্যের সন্ধানে বের হলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম একজন হাজী এই বলে ঘোষণা দিচ্ছেন, যে ব্যক্তির এই ধরণের একটি থলের সন্ধান দিবে তার জন্য রয়েছে পাচঁশ স্বর্ণমূদ্রা। আমি মনে মনে ভাবলাম যাক, আমি তো ক্ষুধার্ত এবং আমি এই পুরস্কারের মুখাপেক্ষি। সুতরাং তার থলে তাকে ফিরিয়ে দিই এবং পাঁচশ স্বর্ণমূদ্রা গ্রহণ করে নিজের প্রয়োজন মিটাই। এই ভেবে তাকে ডাকলাম এই যে! এদিকে আসুন! তিনি হাঁসিমুখে আমার কাছে আসলেন। আমি তাকে নিয়ে ঘরে গেলাম। এর মাঝে তার থলের আকার-আকৃতি হারের ধরণ, সংখ্যা বিস্তারিত জিজ্ঞাসা করলাম। সবকিছু যথাযথ পেয়ে তার থলে তার কাছে ফিরিয়ে দিলাম। তিনি পুরস্কার স্বরুপ ঘোষিত পাঁচশ স্বর্নমূদ্রা আমার কাছে অর্পণ করলেন। আমি বললাম, আরে এটাতো আমার কাছে আমানতের সম্পদ। আমার দায়িত্ব ছিল সংরক্ষণ করা এবং আপনার কাছে পৌছে দেয়া। আমি তো তাই করেছি। আমি এর কোনো বিনিময় নিতে চাই না। তিনি আমাকে খুব জোরাজুরি করে বললেন, আপনাকে নিতেই হবে।

সেই মুহূর্তে আমার অর্থের বড় প্রয়োজন ছিল। তারপরও বলে ফেললাম আল্লাহর শপথ! আমি এর এক পয়সাও নেবো না। ভদ্রলোক আমার থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন এবং হজের কাজ সম্পন্ন করে দেশে ফিরেন।

এদিকে আমার ক্ষুধা আরও বেড়ে গেল। আমি মক্কানগরী থেকে বের হয়ে গেলাম এবং একটি কাফেলার সাথে পুরোনো জরাজীর্ণ একটি সমুদ্রজাহাজে আরোহন করলাম। মাঝ সমূদ্রে যেতেই উত্তাল ঢেউ আর প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া আমাদের জাহাজটি ভেঙ্গে তছনছ করে ফেলল। সকল যাত্রী মারা গেল এবং জাহাজের যাবতীয় মালামাল ধ্বংস হয়েগেল। এ কাফেলার মধ্য হতে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে আমাকে বাঁচিয়ে রাখলেন। আমি একটি কাষ্ঠখণ্ড আকড়ে ধরলাম। এক পর্যায়ে সমুদ্রের ঢেউ আমাকে একটি দীপে নিক্ষেপ করল। সেখানকার মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে আমার সাক্ষাত হলো। কিন্তু তারা ছিল চরম মুর্খ। শিক্ষাদীক্ষা, দীনধর্ম সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণা তাদের ছিল না। আমি তাদের মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করলাম। দাঁড়িয়ে কুরআন তিলাওয়াত করলাম। এখন মসজিদবাসী আমাকে দেখলেই চারপাশে ভীড় জমায়। আরবের এই দীপে এমন কেউ নেই যে আমাকে এ কথা বলেনি যে, আমাকে কুরআন শিক্ষা দিন। অর্থাৎ প্রত্যেকেই আমার কাছে কুরআন শিক্ষার আবেদন করেছে। আমি তাদেরকে কুরআনের তালিম দিলাম আর এর মাধ্যমে আমার অনেক সম্পদ অর্জন হলো। একদিন তাদের মসজিদে অনেক পুরাতন জরাজীর্ণ একটি কুরআনের কপি চোখে পড়ল। তা হাতে নিয়ে আমি পৃষ্ঠাগুলো উল্টাতে থাকলাম এবং পড়তে লাগলাম। তারা বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, আপনি কি লিখতে পড়তে জানেন? আমি উত্তর দিলাম হ্যাঁ। তারা আমার কাছে আবেদন করল, তাহলে আমাদেরকেও লেখা শিখিয়ে দিন। আমি তাদের প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করলাম। এরপর থেকে আমার কাছে তাদের শিশু, যুবক, বৃদ্ধ সকলেই লেখা শিখার উদ্দেশে আসা-যাওয়া করতে লাগল।

এভাবে আমার আরও অনেক সম্পদ অর্জন হলো। এবার তারা আমাকে তাদের সাথে থেকে যাওয়ার আবেদন করল। তারা বলল আমাদের কাছে একজন অসহায় এতীম মেয়ে আছে। তার কিছু সহায়-সম্পত্তিও আছে। আমরা চাচ্ছি আপনাকে তার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দেবো। এতে আপনি আমাদের সাথে এই উপদীপে থেকে যেতে পারবেন। আমি অসম্মতি

প্রকাশ করলাম। কিন্তু তারা আমার সাথে পীড়াপীড়ি করল এবং একরকম বাধ্য করল। শেষ পর্যন্ত আমি রাযি হলাম। তারা কন্যাকে সাজিয়ে দিলো এবং ওলীমার ব্যবস্থাও করল। আমি বাসর ঘরে তার নিকট গমন করে দেখি কি অদ্ভুদ ব্যাপার? তার গলায় ঠিক সেই মুক্তার হারটি ঝুলানো, যে হারটি আমি মক্কানগরীতে হাজি সাহেবের রেশমী কাপড়ে মোড়ানো থলের ভেতর পেয়েছিলাম। আমি আঁতকে ওঠলাম এবং অবাক চোখে হারটি অবলোকন করতে থাকলাম।

এমনকি এই মগ্নতায় নববধুকে বিলকুল ভুলে গেলাম। পরদিন মেয়ের পরিবারের কেউ আমাকে বলল, জনাব! আপনি এই এতীম মেয়ের হৃদয় ভেঙ্গে খানখান করে দিয়েছেন। বধুর দিকে আপনার কোনো টান নেই। আপনার দৃষ্টি তার গলার হারের প্রতি। আমি বললাম, না। এ হারের পেছনে এক বিশাল কাহিনী আছে। তারা বলল কী সেই কাহিনী? আমি তাদেরকে মক্কানগরীতে সেই হাজি সাহেবের সাথে ঘটে যাওয়া কাহিনীর বর্ণনা দিলাম। যে ব্যক্তি তার রেশমি কাপড়ের থলে হারিয়ে ফেলেছিল এবং তা পেয়ে আমি তার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছি অবশেষে ভদ্রলোকের পরিচয়, দেহাকৃতির বর্ণনা দিলাম। আমার বর্ণনা শেষ হওয়া মাত্রই উপস্থিত সকলে সমস্বরে চিৎকার দিয়ে ওঠল এবং তাকবীর তাহলীল পাঠ করতে লাগল। আমি বললাম অদ্ভুদ ব্যাপার তো! তোমাদের কী হলো? তারা বলল, আপনি মক্কানগরীর যে বৃদ্ধ হাজির কথা বলছেন সে বৃদ্ধই তো এই এতীম মেয়ের পিতা। সে হজের সফর থেকে ফিরে এসে বারবার আমাদের নিকট আপনার কথা স্বরণ করত এবং বলতেন আল্লাহর কসম! মক্কায় যে ব্যক্তি আমার হার ফিরিয়ে দিয়েছে জীবনে এমন সৎ মুসলমান দেখিনি। হে আল্লাহ আমাকে এবং তাকে একত্রিত করে দিন। আমি তার কাছে আমার কন্যার বিবাহ দিতে চাই। বৃদ্ধলোক মারা গেছে, আর আল্লাহ আজ তার প্রার্থনা কবুল করলেন।

তারপর আমি সেই মেয়ের নিকট গমন করলাম। দীর্ঘদিন তার সাথে ঘরসংসার করলাম। সে ছিল সৎ স্ত্রী। তার থেকে আমার দুটি সন্তান জন্ম নেয়। তারপর সে ইন্তেকাল করে। আমি এবং আমার দুই সন্তান তার পরিত্যাক্ত হারের মালিক হই। কিন্তু কিছুদিন পর অসুস্থতার দরুণ আমার সন্তান দুটিও মারা যায়। ফলে সে হারের উত্তরাধিকার লাভ করি একমাত্র আমি। অতঃপর উক্ত হার একলক্ষ স্বর্ণমূদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করে দেই।

ইবনে রজব বলেন, এই কাজি সাহেব বিপুল পরিমাণ সম্পদ খরচ করতে থাকেন। যখন তাকে বলা হতো আপনি এত সম্পদ খরচ করেন কীভাবে? সে উত্তরে বলত 'এটা সেই বরকতময় হারের মূল্যাবশিষ্টাংশ। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোনো কিছু পরিত্যাগ করে আল্লাহ তার'চে উত্তম বিনিময় প্রদান করেন।

তাদের বলছি

যারা নিজেদের শ্রবণশক্তিকে গানবাদ্য থেকে নিরাপদ এবং পবিত্র রাখে ঠিক, তবে তারা অন্য আরেক ধরণের শ্রবণে আসক্ত। অর্থাৎ, তারা ইসলামি গান বা সংগীত শ্রবণে সীমাতিক্রম করে। রাসুল ﷺ নিজেও কবিতা শ্রবণ করেছেন, আমি তা অস্বীকার করি না। তিনি কখনো কখনো সফরকালেও হুদিগান শ্রবণ করেছেন। কিন্তু আপনি বর্তমানে প্রচলিত ইসলামি সংগীত নিয়ে একটু চিন্তা করুন; দেখবেন তাতে ব্যাপক প্রশস্ততা, বাড়াবাড়ী এবং বল্গাহীনতা বিদ্যমান।

গান সংক্রান্ত কতিপয় মাসায়েল

বর্তমানে প্রচলিত ইসলামি গান বা সংগীতকে আমরা তিন স্তরে বিন্যস্ত করতে পারি।

১. বিপ্লবী বা জাগরণমূলক কবিতা। যেগুলো জিহাদ বা উন্নত চরিত্র-বৈশিষ্টের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। এসকল কবিতা সুরছন্দ ও তাল মিলিয়ে পরিবেশন করা হয়। আর পরিবেশন করে পুরুষ গায়ক সুন্দর সুললিত এবং শ্রুতিমধুর কণ্ঠে। তাতে কোনো ধরণের প্রেমাভিনয়, প্রেম আবেদনমূলক কিছু বা বিলাপের মিশ্রণ থাকে না।

এ ধরণের ইসলামি সংগীত কখনো কখনো সফর ইত্যাদিতে শ্রবণ করার অবকাশ রয়েছে। এতে কোনো ধরণের সমস্যা নেই। তবে শর্ত হলো সবসময় সংগীত শ্রবণে আসক্তি বা অভ্যস্থ হতে পারবে না।

২. এমন গান, যেগুলোর মাঝে প্রেম-ভালোবাসা, গীতিকাব্য, বিরহ-বিচ্ছেদ ইত্যাদি ধরণের অর্থ পরোক্ষভাবে নিহিত থাকে। যদিও সেগুলো 'আল্লাহপ্রেম' বলে নামকরণ করা হয়। এসমস্ত গান সাধারণত যুবকশ্রেণির

শিল্পিরা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে পরিবেশন করে। তারা ইসলামি সংগীতে এমন আকর্ষণীয় সুরভঙ্গিমা ও তালের সৃষ্টি করে, যা গানের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়। তা ছাড়া এগুলোতে সম্পৃক্ত হয়, উহ! আহ! প্রতিধ্বনী, চ্যাচামেচি, অসঙ্গত প্রেক্ষাপট, অযথা বাদানোবাদ।

এসমস্ত ইসলামি গান বা সংগীত শ্রবণ করা এবং এগুলোর মধ্যে নিজেকে ব্যাপৃত রাখা অনুচিত। কেননা এ সকল ইসলামি সংগীত শ্রোতাকে কুরআন থেকে অন্যমনস্ক করে রাখে এবং যুবকদের প্রতি শ্রোতাদের অন্তরকে আকৃষ্ট করে রাখে।

৩. এমন ইসলামি সংগীত, যেগুলো শ্রবণ করা হারাম। আর তা হলো, যে সমস্ত ইসলামি সংগীত নারী কণ্ঠে পরিবেশন করা হয়, অথবা সংগীতের সাথে ঢোলতবলা ব্যবহার করা হয়। এসমস্ত সংগীত শ্রবণ করা জায়েয নেই। এগুলো হারাম বা নিষিদ্ধ গানবাদ্য বলেই বিবেচিত।

শেষ কথা

পরিশেষে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সতর্ক করতে চাই। তা হলো বিবাহ-শাদিতে ঢোল-তবলা এবং দফ বাজানো।

ঢোল-তবলা (যার দুদিকের মুখ বন্ধ বা সেলাইকৃত), মাটি বা কাসা-পিতলের কলসি, টিন ইত্যাদি বাজানো; চাই তা বিবাহ-শাদিতে হোক বা অন্য কোনো প্রোগ্রামে হোক, মহিলাদের দ্বারা বাজানো হোক বা পুরুষ দ্বারা বাজানো হোক। কোনো অবস্থাতেই এগুলো বাজানো বৈধ নয়।

অবশ্য মহিলাদের জন্য কেবল বিবাহ-শাদিতে এমন দফ বাজানো বৈধ হওয়ার কথা উল্লেখ আছে, যার একদিক উন্মুক্ত। তবে শর্ত হলো তাতে অন্যান্য অশালীন কিছু, যা প্রবৃত্তিকামনা বৃদ্ধি করে বা অবৈধ প্রেমভালোবাসা উস্কে দেয়-এধরণের বাক্যাবলি থাকতে পারবে না। মহিলাগণ পর্দাহীনভাবে চলাফেরা ও মহিলাদের মজলিসে কোনো পরপুরুষদের উপস্থিতিও থাকতে পারবে না।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের সবাইকে উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর দ্বারা উপকৃত করেন এবং কর্ণ ও চোখের যাবতীয় পাপকাজ

থেকে নিরাপদ রাখেন। আ-মিন, আল্লাহই সর্বজ্ঞাত। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি।

হে গান শ্রবণকারী!

মনে কর তুমি তোমার বন্ধুবান্ধবদের আড্ডায় আমোদ-প্রমোদ, অনর্থক চিত্তবিনোদন, খেল-তামাশা আর গানবাদ্যে নিমজ্জিত। ইত্যবসরে হঠাৎ তোমাদেরসহ আল্লাহ পাক ভূমি ধসিয়ে দিলেন, অথবা তোমাদের বানর বা শূকরে পরিণত করে দিলেন, তাহলে কী হবে তোমাদের অবস্থা? কী হবে তোমাদের আশ্রয়স্থল? আর এই লাঞ্ছনাকর হীন অবস্থায় মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর সাামনে কী হবে তোমাদের জবাব?

হে গান শ্রবণকারী! তুমি কি ভেবেছ, আল্লাহ যদি তোমার শ্রবণশক্তি কেড়ে নেন তাহলে তোমার কী করার আছে, আর তোমার অবস্থা-ই-বা কী হবে? যখন লোকসমাগমে বা বন্ধুদের সাথে বসে থাকবে, তারা কথা বলবে কিন্তু কী বলছে তুমি তা শুনতে পাচ্ছ না, তারা হাসবে কিন্তু কী জন্যে হাসছে তুমি তা বুঝতে পারছ না। বোবার মতো শুধু দু'চোখ দিয়ে দেখছ অথবা হাতের ইশারা দিয়ে একটু-আধটু বুঝার চেষ্টা করছো। এই তো!